প্রেমের তুফান।

(রঙ্গনাট্য)

মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত।

প্রথম অভিনয়—

বড়দিন, ২৫শে ডিসেম্বর, সোমবার,

১৯১৬।

—):*:(—

শ্রীবরদা প্রসন্ন দাস গুপ্ত প্রণীত।

—:) (:—

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বহুদিন যাবৎ "প্রেমের তুফানের" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইলেও নানা কারণে এতদিন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি কতিপয় বিশিষ্ট বন্ধুর অনুরোধে ও উৎসাহে ইহা পুনর্মুদ্রিত হইল। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত যথাসাধ্য সংশোধন করিয়া নির্ভুল করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। তথাপি ভ্রমপ্রমাদ যাহা কিছু রহিয়া গেল তজ্জন্য অনুগ্রাহক-বর্গের মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। ইতি।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীবরদাপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

প্রেমের তুফান।

স্থান,—তুরস্কের অন্যতম নগর। কাল,—গত বল্‌কান যুদ্ধের অবসান সময়।

পাত্রপাত্রীগণ

—:)*(:—

হামিদ পাশা	...	অবসর প্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী
আসাদ পাশা	...	ঐ ঐ ঐ
ম্যানুয়েলো	...	বুলগারদলের জনৈক ইটালিয়ান সৈনিক।
দরবেশ	...	নগর রক্ষক।
ফতিমা	..	হামিদের দূর সম্পর্কায় আত্মীয়া।
আমিনা	...	ঐ কন্যা।
খাদিজা	...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রী।

পরিচারক, কৃষক বালিকাগণ, নিমন্ত্রিতগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি।

প্রেমের তুফান।

প্রথম দৃশ্য—আমিনার কক্ষ।

শয্যা প্রস্তুত, মেজের উপর দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছিল ও দর্পণ প্রভৃতি বেশ বিন্যাসের তাবৎ সামগ্রী সজ্জিত ছিল। এক পার্শ্বে একখানি ফটোগ্রাফ। আমিনা তৎপ্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া আপন মনে গান গাহিতেছিল। গৃহের এক কোনে একখানি ইজি চেয়ার।

—:o:—

আমিনা। গান।

তার কালো নয়ন কোণে যাদু ভরা –
তার কালো কেশে মোহন বেশে খেলে কি মাধুরী পাগল করা।
হাসে যখন সে মুচকী হাসি, সোহাগে গলিয়ে যাই, পরি ফাঁসি,
ঘুম ঘোরে মনে হয় দেখে আসি, তারে ভালবাসি,
বিহ্বলা সরলা আপনহারা।
গুন্ গুন্ গাহে গান তানা না না না –
আহা মরি! আমায় করো না মানা --
পিয়ে আসি সে সুধারাশি, চকোরী পিয়াসী মরমে মরা।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। আমিনা, আমিনা, তুই আমায় একেবারে অবাক্ করেছিস্। ধন্যি মেয়ে যা হোক। সহর শুদ্ধ লোক আলো নিবিয়ে দিয়ে চুপচাপ বিছানায় মুখ লুকিয়ে পড়ে আছে, রাস্তায় রাস্তায় সেপাইরা সব দলে দলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সবাই ভাবছে কখন কি হয়, কখন কি হয়,—বাড়ীর কর্ত্তাটী পর্য্যন্ত বাইরে—আর তুই কি না দোর জানালা খুলে দিয়ে দিব্বি বসে বসে গান গাইছিস!

আমিনা। কি করব নানী, ঘুম পাচ্ছে না। একবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম, খানিকক্ষণ বিছানায় থেকে আর থাকতে পাল্‌র্ম না। তাই উঠে বসেছি। আর গান গাইবার কথা বল্‌ছ?—কি করব বল, আর তো কিছু কাজ আপাততঃ হাতে নেই। হ্যাঁ নানী, সত্যি সত্যি একটা লড়াই হবে? এই সহরের বুকের উপর?

ফতিমা। কি জানি, কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি না। হামিদ তো যাবার সময় খুব সাবধান থাকতে বলে গেল।

আমিনা। আজ ক'দিন থেকে খবরের কাগজগুলো যে কি ছাই মাথা মুণ্ড লিখছে, কিছুই বুঝবার যো নাই। সম্পাদক গুলোর যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সে দিন একটা কাগজে লিখেছিল, বুল্‌গারদের এক দল সেনা নাকি আমাদের খুব নিকটে, এমন কি তিরিশ মাইলের মধ্যে। যদি এ কথা সত্য হয়, তবে শীগগিরই একটা কিছু ঘটনা ঘটবে তা'তে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

ফতিমা। কিছুমাত্র সন্দেহ নাই? তুই অনায়াসে ধীরে সুস্থে এই কথাটা বলে ফেল্লি? ভাবতে তোর গা কেঁপে উঠলো না?

আমিনা। যার পিতা এবং নির্ব্বাচিত পতি—(ফটোগ্রাফ চুম্বন)—উভয়েই যুদ্ধ ব্যবসায়ী, সর্ব্বদা মরণের মুখে পা বাড়িয়ে রয়েছেন, তার আবার ভয় কিসের?

ফতিমা। কি জানি বাছা, তোদের আজ কালকার রকম সকম সবই আলাদা। আমি যদিও নিজেকে বুড়ো বলে স্বীকার কত্তে রাজী নই—(আর্সিতে চুল ঠিক করিয়া লইল)—তবু সত্যের খাতিরে বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি যে আমরা যখন তোর মত ছিলুম তখন এতটা বাড়াবাড়ি ছিল না।

আমিনা। বোধ হয় না। তবে— (খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। নানী, নানী, শীগ্‌গির এসো। সেপাইরা সব বাড়ী বাড়ী বলে যাচ্ছে, দোর জানালা বন্ধ করে আলো নিবিয়ে দিতে। আড্রিয়ানোপল

থেকে তার এসেছে, দু'তিনটা মনোপ্লেন নাকি এদিকে উড়ে এসেছে। উপর থেকে বোমা ফেলবার সম্ভব। আর সহরের দক্ষিণ ধারে ছোট কেল্লার কাছে নাকি কতকগুলি বিদ্রোহী সৈন্য দেখা দিয়েছ, তাদের সঙ্গে কতক বুলগার সৈন্য ও আছে। সরকারী সেপাইরা তাদের সঙ্গে লড়াই কচ্ছে। সদর রাস্তার উপর মারামারি কাটাকাটি সুরু হয়েছে।

ফতিমা। শুনলি আমিনা, খাদিজা কি বল্লে শুনলি?

খাদিজা। ওমা, একি! দোর জানালা সব খোলা!—(বন্ধ করণ)—সত্যি আমিনা দিদি, তুই বল্লে রাগ করিস, কিন্তু না বলেও থাকতে পারিনা। তুই বড্ডই বাড়াবাড়ি সুরু করেছিস। আসাদ পাশার সঙ্গে তোর বে'র সম্বন্ধ হয়ে অবধি তুই যেন একেবারে ক্ষেপে গেছিস। দিন নেই রাত নেই, খালি ফটোর পানে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। কেন? বীরপতি কি কোন কালে কারু হয় নি?

আমিনা। হয়ে থাকে হয়েছে, তোর কি? তুই বলবার কে? আমার যা খুসী তাই করব। খবর্দার, আমার সঙ্গে যদি ফের লাগবি তো—

ফতিমা। মিছে মিছি ঝগড়া করিস কেন? অমিনা, নে আর বসে থাকিস নে, আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। আয় খাদিজা, আমার সঙ্গে আয়, নীচেকার সব দোর জানালা গুলো বন্ধ হলো কি না, দেখিগে চল।

খাদিজা। চল।—(ঈর্ষার সহিত)—ওঃ! বীরপতি হবে বলে গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না। আসাদ আসাদ করে একেবারে পাগল। তোর আসাদ না চুলোর ছাই।—(ফতিমা আর্শীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল ঠিক করিয়া লইতেছিল ইতি মধ্যে নেপথ্যে বন্দুকের শব্দ ও বহুলোকের কলরব)

খাদিজা। ওমা! এসে পড়েছে যে! কি হবে?—

ফতিমা। কি আবার হবে? আমিনা, তুই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়, আমিও এবার নীচেটা দেখে এসে শুই গে। আয় খাদিজা। আমিনা, দোর বন্ধ করে যা।—(ফতিমা আমিনার মুখচুম্বন করিল,—খাদিজা মুখ ভঙ্গি

করিয়া প্রস্থান করিল,— ফতিমার প্রস্থান —আমিনা দ্বার বন্ধ করিয়া আসিল)

আমিনা। ওই জন্যে তো নানার উপর রাগ হয়। আমার চেয়ে খাদিজাকে উনি বেশী ভাল বাসেন। খাদিজা নইলে যেন ওঁর কোন কাজ হয় না। আর খাদিজা পোড়ামুখী ও সে আমার ভাল দেখতে পারে না, দিন রাত ঈর্ষায় ফেটে মরে।—

(আলো নিবাইয়া শুইয়া পড়িল—বহির্দ্বার খুলিয়া সশস্ত্রে ম্যানুয়েলো প্রবেশ পূর্ব্বক দিয়াশলাই জ্বালিল)—

আমিনা। (ভীত ভাবে)—কে ? কে ? কে এখানে ?

ম্যানুয়েলো। শ শ্ শ্—চুপ। একটা কথা কয়েছ কি মরেছ। আমার হাতে ছ' চেম্বার পিস্তল, ভরা—তৈরি। খবর্দ্দার !

আমিনা। কে তুমি ?

ম্যানুয়েলো। আমি একজন সৈনিক।

আমিনা। কেমন সৈনিক তুমি, অন্ধকারে ভদ্রলোকের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কর ?

ম্যানুয়েলো। বক্তৃতা রাখ। যদি প্রাণের মায়া থাকে, যা বলি তা শোন। আমি কোথায় ?

আমিনা। তুমি এক কুমারীর শয়ন-কক্ষে।

(ইতি মধ্যে বন্দুকের শব্দ ও নেপথ্যের কোলাহল ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছিল)

ম্যানুয়েলো। কুমারী ? বয়েস কত ?

আমিনা। সতের।

ম্যানুয়েলো। কুমারী এবং যুবতী। তাহলে সুন্দরী হতে বাধ্য। তুমি আলো জ্বাল, আমি দেখব তুমি দেখতে কেমন।

আমিনা। উঃ! কি স্পর্দ্ধা !

ম্যানুয়েলো। আলো জাল।

আমিনা। আমি জ্বালব না—আমার খুসী।

ম্যানুয়েলো। বলেছি তো, আমার হাতে ছ' চেম্বার পিস্তল, ভরা—তৈরী।

আমিনা। ওঃ—(আলোক উৎপাদন)

ম্যানুয়েলো। আমার অনুমান ঠিক, কুমারী যুবতী এবং সুন্দরী। তোমাদের দেখছি বিজলী বাতিও আছে। চাবি কোথায়?—(খুঁজিতে খুঁজিতে switch পাইল ও বাতি খুলিয়া দিল)—আচ্ছা—(ইজি চেয়ারে অর্দ্ধশয়ানভাবে উপবেশন পূর্ব্বক)—তা হলে আমি হচ্ছি আপাততঃ এক সুন্দরী যুবতী কুমারীর শয়ন কক্ষে। তা দেখ সুন্দরী, তোমার কোন ভয় নাই, যদি না আমায় ধরিয়ে দিতে চেষ্টা কর। আমি বড়ই ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম প্রয়োজন।—(হাট তুলিয়া পা ছাড়াইয়া দিল)

আমিনা। এ তোমার বিশ্রামের স্থান নয়। অবিলম্বে এই স্থান ত্যাগ কর। নইলে তোমায় নিশ্চয় ধরিয়ে দেব।

ম্যানুয়েলো। কেমন করে যাব?

আমিনা। আমি কি জানি? যেমন করে পার। এলে কি করে?

ম্যানুয়েলো। তোমাদের গাড়ীবারান্দার থাম বেয়ে।

আমিনা। সেই রকম করে যাও।

ম্যানুয়েলো। কিন্তু নীচে গেলেই যে ধরা পড়ব, আর ধরা পড়লেই যে প্রাণ যাবে।

আমিনা। তুমি সৈনিক, অথচ প্রাণভয়ে কাতর!

ম্যানুয়েলো। হাঁ, কাতর। মিছামিছি মরবার সখ আমার মোটেই নাই।

আমিনা। ধিক্ তোমায়!

ম্যানুয়েলো। (অভিবাদন পূর্ব্বক)—ধন্যবাদ। তুমি যাই বল, ভোর হবার আগে আমি এখান থেকে একপা ও নড়ছি না।

আমিনা। তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার আমার অবকাশ নাই, ইচ্ছাও নাই। তুমি যদি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব কর তবে আমিই এখান থেকে চলে যাব।

ম্যানুয়েলো। কোন? লোক ডাকতে?

আমিনা। হাঁ, এই আমি চল্লুম। (প্রস্থানোদ্যোগ)

ম্যানুয়েলো।—(পিস্তল দ্বারা লক্ষ্য করিয়া) সাবধান!—ফের। ফিরবে না?—ওয়ান, টু—(one, two—)

আমিনা। কাপুরুষ! একটা অসহায়া নারীকে পিস্তল নিয়ে ভয় দেখাতে তোমার লজ্জা করে না?

ম্যানুয়েলো। অসহায়া! অথচ আমি জলজ্যান্ত একটা সহায় সম্মুখে বসে আছি। আচ্ছা, নারী অথচ তোমার প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়ামায়া নাই? আমি প্রাণভয়ে কাতর হয়ে তোমার ঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছি, আর তুমি আমায় ধরিয়ে দিতে চাচ্ছ? ছিঃ!

আমিনা। তুমি শত্রু। তোমার জন্য আবার দয়ামায়া কি?

ম্যানুয়েলো। কিসে আমি তোমাদের শত্রু? আমি জাতিতে ইটালিয়ান এবং ধর্ম্মে মুসলমান। শুধু পেটের দায়ে বুল্‌গারদের চাকরী কচ্ছি। তাও যুদ্ধ করবার আগেই পালাই। তবে কেন তুমি আমায় ধরিয়ে দেবে? না, না, এত নির্দ্দয় তুমি হতে পার না। অমন সুন্দর মুখ যার, অমন ঢল্‌ঢলে চোখ যার, তার প্রাণে দয়ামায়া নাই—এ হতেই পারে না।

আমিনা। বটে?

ম্যানুয়েলো। উঃ, আমি বড়ই ক্লান্ত, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে। আমি আর সোজা হয়ে বসতে পাচ্ছি না। এই নাও পিস্তল। (ছুঁড়িয়া শয্যার উপর ফেলিয়া দিল)—ইচ্ছা হয় আমায় ধরিয়ে দাও, বা যা খুসী কর। আমি এই চৌদ্দপোয়া হলুম। (তথাকরণ)

আমিনা। (পিস্তল তুলিয়া লইয়া)—যদি প্রাণের মায়া থাকে, তবে

এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে দূর হও। উঠ্‌লে না? তবে আমার দোষ নাই। ওয়ান, টু—(one, two,—)

ম্যান্নুয়েলো। (অতি কষ্টে চক্ষু মেলিয়া)—থ্রি—(three)—গুলি কর। কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিস্তল খালি, ওতে গুলি নেই—বুঝেছ?

আমিনা। অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ।

ম্যান্নুয়েলো। সুন্দরী, গালাগাল যত ইচ্ছা দাও, কোন দুঃখ নাই। কিন্তু আমি বড়ই ক্ষুধার্ত্ত। যদি দয়া করে আমায় কিছু খেতে দাও। আমার কার্ট্রিজ ব্যাগে আর একখানিও বিস্কুট নাই।

আমিনা। কার্ট্রিজ ব্যাগে বিস্কুট? তুমি কার্ট্রিজ কোথায় রাখ?

ম্যান্নুয়েলো। কখনো রাখবার দরকার হয় না।—(চক্ষু বুজিয়া পা ছড়াইয়া দিল।)

আমিনা। ওকি! তুমি ঘুমুচ্ছ যে? ওঠ, ওঠ।

ম্যান্নুয়েলো। সুন্দরী, আমার উঠবার শক্তি নাই, আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমিনা। তাই বলে তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্ত্তে চাও? ওঠ—ওঠ—দোহাই তোমার, ওঠ। অন্য কোথাও গিয়ে ঘুমোও। আমি যুবতী, কুমারী—আমার ঘরে তুমি ঘুমিয়ে থাকতে পার না।

ম্যান্নুয়েলো। কেন পারব না? এই তো দিব্যি ঘুম আসছে।

আমিনা। আঃ! কি বিপদ!—(ঝাঁকানি দিয়া)—ওঠ, ওঠ, ওঠ—

ম্যান্নুয়েলো। সুন্দরী, আমি এখন এরোপ্লেনে চড়ে মেডিটারেনিয়ান পার হচ্ছি, নামবার উপায় নাই।

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা, আমিনা—

আমিনা। সর্ব্বনাশ! ওঠ, শীগ্‌গীর ওঠ, লুকোও।

ম্যান্নুয়েলো। (চক্ষু মেলিয়া)—কি হয়েছে?

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা, আমিনা—

আমিনা। হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। শীগ্গির উঠে কোথাও লুকোও।

ম্যানুয়েলো। (উঠিয়া)—লুকোবো? কোথায় লুকোবো?

আমিনা। (ইতস্ততঃ চাহিয়া)—ওই পর্দ্দার আড়ালে লুকোও।—(ম্যানুয়েলো পর্দ্দার আড়ালে গমন করিল)

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা, আমিনা—দোর খুলে দে।

আমিনা। (নিদ্রাবিজড়িত স্বরে)—যাই।—(দ্বার খুলিয়া দিলে ফতিমা প্রবেশ করিল)

ফতিমা। আমিনা, নগররক্ষক দরবেশ বলছে সে নাকি একজন শত্রুসৈন্যকে এ বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছে। যদিও এ অসম্ভব এবং তা আমি দরবেশকে অনেক করে বুঝাতে চেষ্টা করেছি তবু সে কিছুতেই বিশ্বাস কচ্ছে না। তাই তাকে তালাস করবার অনুমতি দিতে হয়েছে। সে সব ঘর খুঁজেছে, শুধু তোর ঘর বাকী। এইবার তোর ঘরে আসবে।

আমিনা। কি, দরবেশের এতদূর বেয়াদপি, যে তোমার কথায় অবিশ্বাস করে খানাতল্লাসী কর্ত্তে আসে আমাদের বাড়ীতে!

ফতিমা। ঠিক তা নয় আমিনা. আমি তাকে স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়েছি। আমাদের কর্ত্তা একজন বৃত্তিভোগী সামরিক কর্ম্মচারী, তা'তে দেশের এই অসময়। সুতরাং যা'তে কোন বিষয়ে কারু কিছুমাত্র সন্দেহ না থাকে, আমাদেরই তা বুঝে শুঝে করা উচিত। দরবেশের যখন দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সৈনিক এই বাড়ীতেই আছে, তখন আর তাকে বারণ করি কি করে?

(সানুচর দরবেশের প্রবেশ)

দরবেশ। সৈন্যগণ, তন্ন তন্ন করে খোঁজ। তাকে ধরা চাই।—(সৈন্যগণ অনুসন্ধান করিতে লাগিল)—(স্বগত)—উঃ। শালা কি চড়ই মেরেছে—এখনো গালটা টন্ টন্ কচ্ছে।

আমিনা। দরবেশ!

দরবেশ। হুকুম জনাব ?

আমিনা। আচ্ছা, তোমাদের এত লোকের মধ্য হতে একটা লোক পালিয়ে গেল, কেউ তাকে ধর্ত্তে পার্লে না ?

দরবেশ। জনাব, ধরেছিলুম—কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তার বাঁ হাতে। সে ডান হাত খোলা পেয়ে আমার নাকে মুখে ঠাস্ করে এক চড় মেরে পালাল। কি করব বল্‌ন, সে যখন মেহনৎ করে চড়টা মার্লেই, তখন কাজে কাজেই আমাকেও তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে নাকে হাত দিয়ে দেখতে হল যে নাকটা ঠিক যায়গায়ই আছে কি না এবং সেটা তেম্নি দাড়িয়ে আছে কি না।

ম্যানুয়েলো। (মাথা বাহির করিয়া)—ঐটে তোমার নাক! আমি মনে কল্লুম বুঝি একটা মিনারের চূড়ার উপর চড় মেরেছি।

জনৈক সৈনিক। হুজুর, সে নিশ্চয় এখান থেকে পালিয়েছে। এখানে থাকলে নিশ্চয় ধরা পড়ত।

ম্যানুয়েলো। বটে ?—

দরবেশ। আচ্ছা চল দেখি। এতক্ষণ শত্রুরা অনেক দূরে তাড়িত হয়েছে। এইবার সে যেখানে থাক খুঁজে বার করবই করব। এসো আমার সঙ্গে। তাহ'লে আপনারা আমার অপরাধ মাফ্ কর্ব্বেন। আমি শুধু কর্ত্তব্যের অনুরোধেই অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে আপনাদিগকে কেশ দিলুম।

ম্যানুয়েলো। বাধিত করেছেন, সেলাম।—

ফতিমা। কিছু মাত্র নয়। কর্ত্তব্য পালনের জন্য আবার মাফ্ চাইতে হবে কেন ?

(দরবেশ প্রভৃতি সকলের প্রস্থান—পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফতিমার প্রস্থান—
আমিনা দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়া পর্দ্দা অপসারিত করিয়া
ম্যানুয়েলোকে নিদ্রিত দেখিতে পাইল এবং ধাক্কা দিলে
সে বাহির হইয়া আসিল)

আমিনা। তুমি তা হলে আমাদের দরবেশকে অত্যন্ত জোরে একটা চড় মেরেছিলে?

ম্যানুয়েলো। তা মেরেছিলুম। আমার সেরূপ অসভ্যতা করবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাধ্য হয়ে কর্ত্তে হ'ল। (পুনরায় চৌদ্দপোয়া হইল)

আমিনা। ওকি আবার শুয়ে পড়লে যে?

ম্যানুয়েলো। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

আমিনা। কি করব বল, আমি কিছুতেই তোমায় এখানে ঘুমাতে দিতে পারি না।

ম্যানুয়েলো। সুন্দরী, তুমি যাই বল, আমি শয্যাগত, উত্থানশক্তি রহিত।

আমিনা। তুমি আমার সর্ব্বনাশ না করে নড়বে না দেখছি। হায় হায়, কি করব, কোথায় লুকিয়ে রাখব?—(ম্যানুয়েলো প্রত্যুত্তরে নাক ডাকাইতে লাগিল)

খাদিজা। (নেপথ্যে)—আমিনা দিদি, আমিনা দিদি,—

আমিনা। ওগো, ওঠ, ওঠ, শীগ্‌গির ওঠ।

ম্যানুয়েলো। আঃ! কি বিপদ! ও আবার কে?

খাদিজা। (নেপথ্যে)—আমিনা দিদি, আমিনা দিদি—

আমিনা। (তাড়াতাড়িতে ভুলে বলিয়া ফেলিল) আমার ভাই—ওঠ, ওঠ।

ম্যানুয়েলো। (তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল)—তোমার ভাই?—

আমিনা। না না আমার বোন, শীগ্‌গির ওঠ।

ম্যানুয়েলো। ওঃ, তোমার বোন! (পুনরায় শুইয়া পড়িল)

খাদিজা। (নেপথ্যে)—আমিনা দিদি, আমিনা দিদি—

আমিনা। (নিদ্রার ভান করিয়া) আঃ ! কে ?—ওগো তোমার দু'টী পায়ে পড়ি, শীগ্‌গির উঠে কোথাও লুকোও। আমার মান বাঁচাও, কুমারীর ইজ্জৎ নষ্ট করো না।

খাদিজা। আমি খাদিজা।

আমিনা। কি চাই ?

খাদিজা। (নেপথ্যে)—দোরটা একটু খোল না, একটা কথা আছে।

আমিনা। দাঁড়াও যাচ্ছি।

ম্যানুয়েলো। (উঠিয়া)—তা হ'লে নেহাৎই কুমারীর মান বাঁচাতে হবে ? ম্যানুয়েলো প্রস্তুত হও।

আমিনা। হ্যাঁ শীগ্‌গির।

ম্যানুয়েলো। কোথায় লুকোবো ?

আমিনা। পর্দ্দার আড়ালে।

(ম্যানুয়েলোর টলিতে টলিতে পর্দ্দার আড়ালে গমন, আমিনা কর্ত্তৃক দ্বার উন্মোচন এবং খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। (ইতস্ততঃ চাহিয়া)—সে কোথায় ?

আমিনা। কে ?

খাদিজা। সে এসেছে ?

আমিনা। কে এসেছে ?

খাদিজা। যাকে লুকিয়ে রেখেছ ?

আমিনা। কা'কে আবার লুকিয়ে রাখতে গেলুম ? তুই কি ক্ষেপে গেলি নাকি।

খাদিজা। (শয্যার উপর হইতে পিস্তল তুলিয়া দেখাইল) - এ পিস্তল যার।

আমিনা। ও পিস্তল কারু নয়, তুই রেখে দে। এখানে কেউ নাই। তুই ঘুমো গে, যা।

খাদিজা। দোহাই দিদি, তোমার ত্নটা পায়ে পড়ি। তোমার জিনিষ তোমারই থাকবে, আমি ত আর রুমালে বেঁধে নিয়ে যাব না। শুধু একবার চোখ বুলিয়ে দেখে যাব। তা'তে তো আর ক্ষয়ে যাবে না। জান তো দিদি, কতকাল ব্যাটাছেলের মুখ দেখি নি। শুধু একবার দেখব।

আমিনা। আমি বলছি এখানে কেউ নাই, তবু।

ম্যানুয়েলো। আহা দেখলেই বা—(বহিরাগমন)—ব্যাচারি একবার দেখবে বইতো নয়!

আমিনা। (অত্যন্ত বিরক্তির সহিত)—ওঃ! তুমি কি?

ম্যানুয়েলো। কি করব বল, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পার্চ্ছি না। ঘুমে আমার চোখ বুজে আসছে।

খাদিজা। আহা ব্যাচারি!

আমিনা। আহা! ব্যাচারি! ওঁর ব্যাচারি কি না।

খাদিজা। তবে কি তোমারই একলার নাকি?

(ম্যানুয়েলো এবার আসিয়া একেবারে কাদামাখা বুট শুদ্ধ বিছানা দাখিল হইল)

আমিনা। ওকি, বিছানা ফিছানা সব মাটী কর্লে যে

খাদিজা। আঃ কি মুখ! ভুলেও একটা মিষ্টি কথা কইবে না।

আমিনা। তুমি এই কাদা মাখা জুতো শুদ্ধ বিছানায় শুতে পার না।

ম্যানুয়েলো। কেন পারব না? এতো আর আমার নিজের বিছানা নয়।

আমিনা। আঃ, কি বিপদেই পড়েছি গা!

খাদিজা। আহা! ব্যাচারি!

আমিনা। দ্যাখ্ খাদিজা, আমার সঙ্গে লাগিস নি বলছি।

খাদিজা। কে আবার লাগতে গেছে তোমার সঙ্গে?

ম্যানুয়েলো। চুপ কর, ঝগড়া ক'রো না, ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে।

খাদিজা। এই আমি চুপ কর্লুম।

আমিনা। ওঃ! এই উনি চুপ কর্লেন! উড়ে এসে জুড়ে বসবার কে লা তুই?

ম্যানুয়েলো। আবার ঝগড়া সুরু কর্লে? তোমরা এমন করবে ত আমি এক্ষুণি বেরিয়ে গিয়ে ধরা দেব।

আমিনা। না না, এই আমি চুপ কচ্ছি।—(খাদিজা পা টিপিতে বসিয়া গেল ও আমিনা হাওয়া করিতে লাগিল—ম্যানুয়েলো পুনরায় নাক ডাকাইতে আরম্ভ করিল)

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা! আমিনা!—

আমিনা। (ম্যানুয়েলোকে খুব জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া)—ওগো! ওঠ—ওঠ—

খাদিজা। অত জোরে ধাক্কা দিও না, লাগবে যে। আহা! ব্যাচারি!

আমিনা। ব্যাচারি না তোর মাথা—

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা! আমিনা! দোর খুলে দে।

আমিনা। (নিদ্রাবিজড়িত স্বরে)—যাই—ওগো, ওঠ না।

ম্যানুয়েলো। আঃ কি জঞ্জাল! এ আবার কে?

আমিনা। আমার নানী। ওঠ।

ম্যানুয়েলো। তোমার নানী? কাল সকালে আসতে বলে দাও, আজ রাত্রে আর আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা! আমিনা!—

আমিনা। এই যাই। হায় হায়, এখনো উঠলে না! শীগ্‌গির ওঠ—শীগ্‌গির ওঠ—

ম্যানুয়েলো। এখন উঠ্‌বার উপায় নাই—

খাদিজা। (সোহাগের সহিত)—ওঠ, ব্যাচারি আমার! আমার অনুরোধ,—কি করবে বল?

ম্যানুয়েলো। অসম্ভব।

ফতিমা। (নেপথ্যে)—আমিনা, আমিনা, কি কচ্ছিস ? শীগ্‌গির দোর খোল্।

আমিনা। এই যাই নানী। ওগো, তোমার দুটী পায়ে পড়ি, ওঠ,—আমার মান বাঁচাও, কুমারীর ইজ্জৎ নষ্ট করো না।

ম্যানুয়েলো। আবার কুমারীর মান বাঁচাতে হবে? আচ্ছা। কিন্তু এই শেষ বার। আবার বল্লে কিন্তু আমি অনুরোধ রাখতে পারব না।

আমিনা। আচ্ছা তুমি শীগ্‌গির লুকোও,—লুকোও।

(ম্যানুয়েলো উঠিয়া পর্দ্দার অন্তরালে গমন করিল, আমিনা দ্বার খুলিয়া দিল—ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। আমিনা, আমায় এতক্ষণ দোর গোড়ায় দাঁড় করিয়ে রাখবার মানে কি? দোর খুলতে এত দেরী হল কেন? আর ঘরে আলোই বা জলছিল কেন?

আমিনা। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, আলো নিবিয়ে দিতে মনে ছিল না।

ফতিমা। মনে ছিল না—বটে? খাদিজা, তুই এখানে কি কচ্ছিলি?

খাদিজা। আমিনা দিদির চুল বাঁধতে বাঁধতে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ফতিমা। ওঃ! এরি মধ্যে তোদের দুজনায় খুব ভাব হয়ে গেছে যে! আমার সঙ্গে চালাকি—না? বল্ তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস?

আমিনা। কা'কে নানী?

খাদিজা। কা'কে নানী?

ফতিমা। কা'কে? ন্যাকাম? আমি কিছু বুঝতে পারি না—না? তোরা আমায় ও কি দরবেশের মত একটা কাঠখোট্টা সেপাই পেলি নাকি?

আমিনা। নানী, তুমি ভুল করেছ। এখানে কেউ নাই।

খাদিজা। সত্যি নানী, এখানে কেউ নাই।

ফতিমা। চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা। ছাখ্ আমার সঙ্গে চালাকী

চলবে না। এখনো আমি ভাল কথায় বল্‌ছি, শীগ্‌গির তাকে বার করে দে। সে কোথায় আছে আমি দেখব।

আমিনা। সত্যি নানী, এখানে কেউ নাই।

ম্যানুয়েলো। আহা, দেখলেই বা। একবার দেখবে বইত নয়।

(বহিরাগমন)

আমিনা। ওঃ!—

খাদিজা। ওঃ!—

ফতিমা। কে তুমি?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আমি জাতিতে ইটালিয়ান, ধর্ম্মে মুসলমান, পেটের দায়ে চাকরী কচ্ছি বল্‌গারদের, আপাততঃ আপনাদের আশ্রিত।

ফতিমা। তুমি এখানে এলে কি করে?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে, আপনার ভগ্নিকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই সব বলবেন।

ফতিমা। আমার ভগ্নি নয়, এ আমার নাতনী।

ম্যানুয়েলো। নাত্‌নী? না, না, আপনি পরিহাস কচ্ছেন। আপনার মত অল্পবয়স্কা সুন্দরী যুবতীর নাত্‌নী? অসম্ভব। আজ কালকার কায়দা অনুসারে আপনি তো এখনো ছেলেমানুষ।

ফতিমা। (স্মিতমুখে আর্শীতে চুল ঠিক করিতে করিতে) লোকটার কথা বেশ মিষ্ট—আর চেহারাও নিন্দের নয়। তুমি কি চাও?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে বল্লুম তো, আপাততঃ প্রাণ বাঁচাতে চাই। তার উপর যদি জোটে, আপনার দয়া হয়,—আর হবেও, তা আপনার মুখ দেখেই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি—তবে চাই কিছু খাদ্য আর একটু নিদ্রা।

ফতিমা। তোমার নাম কি?

ম্যানুয়েলো। ম্যানুয়েলো।

ফতিমা। আহা! ব্যাচারি!

আমিনা। নানী, তুমিও!

ফতিমা। কি করি বল্, ব্যাচারি বিপন্ন হয়ে আশ্রয় চাইছে। তা দেখ, আমি তোমার আহার এবং নিদ্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, কিন্তু কাল সকাল—

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে বলেন ত কালকের দিনও থেকে যেতে পারি।

ফতিমা। না না, তা কি হয়? সকাল হবার আগেই—

ম্যানুয়েলো। কিন্তু কি করে যাব? এই পোষাক নিয়ে বেরুলেই যে ধরা পড়তে হবে। আর ধরা পড়লেই কি হবে তা বেশ বুঝতে পাচ্ছেন?

ফতিমা। তা ও তো বটে। আচ্ছা—

ম্যানুয়েলো। আপনি ভাবুন, আমি একটু শুই।

(শয়ন এবং নাসিকা গর্জ্জন)

আমিনা। আচ্ছা নানী, বাবার হাল্কা ওভারকোট টা একে দিয়ে দিলে হয় না? আগা গোড়া ঢাকা পড়ে যাবে, কেউ চিনতে পারবে না।

ফতিমা। ঠিক। খাদিজা, তুই যা দেখি, চট্ করে ওভারকোট টা নিয়ে আয় ত—(খাদিজার প্রস্থান)—আমিনা, তুই যা ত, ব্যাচারীর জন্য কিছু খাবার নিয়ে আয়।

আমিনা। নানী এখানে একলা থাকবে? আচ্ছা, আমিও যাব আর আসব। (প্রস্থান)

ফতিমা। এক রাত্রির অতিথি, তার জন্য বেশী মায়া বাড়ান ভাল নয়। কিন্তু একে একটা স্মৃতিচিহ্ন দিয়ে দিতে হবে। ওই যে মেজের উপর আমার একখানি ফটোগ্রাফ্ রয়েছে। এইখানি একে দিয়ে দেব।—(মেজের উপরিস্থিত একখানি ফটো লইয়া তাহার নীচে পড়িতে পড়িতে লিখিল)—"আমার নাম ফতিমা"—(কোট লইয়া খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। (স্বগত)—আহা ব্যাচারী এতই ক্লান্ত, যে একবার ভাল করে আমায় চেয়ে ও দেখলে না। তা হোক, এই কোটের পকেটে আমার একখানি ফটো দিয়ে দিয়েছি। নীচে নাম লিখে দিয়েছি—"তোমারই খাদিজা"—যেন বুঝতে ভুল না হয়, কোন সন্দেহ না থাকে। দেখি আমার এই মূক চিত্র আবার এই সুন্দর বিদেশীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসে কি না।— (প্রকাশ্যে)—নানী, এই নাও কোট। (ফতিমা চমকিয়া উঠিল)

ফতিমা। (কোট হাতে লইয়া)—খাদিজা, আমিনা কিছু খাবার আনতে গেছে। তুই যা, একটা শ্যাম্পেন নিয়ে আয়।

খাদিজা। একটা দাসীকে ডাক না।

ফতিমা। না, চাকর বাকরদের এ সব কথা জানতে দেওয়া হবে না—তুই যা। (খাদিজার প্রস্থান)

ফতিমা। (খাদিজা চলিয়া গেলে ফতিমা ওভারকোটের পকেটে নিজের ফটো পূরিয়া দিল ও তাহা দ্বারা ম্যানুয়েলোর দেহ আবৃত করিল—মুখখানি উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া আনমনে বলিল)—মরি মরি, কি সুন্দর মুখখানি! বাঃ কি সুন্দর চুল!—ঠিক যেন রেশম!—(কেশের ভিতর অঙ্গুলী চালনা করিতে লাগিল)—

আমিনা। (খাদ্য লইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক)—নানী! এ তুমি কি কচ্ছ?

ফতিমা। কৈ? না, কিছু করিনি তো। খাবার এনেছিস?—এই খানে রাখ্।—(আমিনার তথাকরণ)—দ্যাখ্ এখন ঘুম ভাঙ্গিয়ে দরকার নেই, জেগে উঠে খাবে এখন। আমি ততক্ষণ এখানে বসছি, তোরা শোগে যা।

(শ্যাম্পেন লইয়া খাদিজার প্রবেশ)

আমিনা। না, সে হবে না। তোমরা দু'জনে শোওগে, আমিই বসছি।

খাদিজা। তোমরা দু'জনায় মিছামিছি ঝগড়া কচ্ছ কেন বল দেখি? তোমরা দু'জন শোওগে যাও, তোমাদের হ'য়ে আমিই না হয় বসছি।

আমিনা। আচ্ছা, তা হ'লে এক কাজ করি এসো। এখানে বসবার জন্য তিনজন পর পর পালা করে নি'। প্রথমে আমি, তারপর—(ফতিমার প্রতি)—তুমি, তার পর—(খাদিজার প্রতি)—তুই।

ফতিমা। কর্ বাপু তোর যা খুসি! তোর সঙ্গে কথায় কে পারবে বল্?

(সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

আমিনা। এক রাত্রির অতিথি, তার জন্য এত মায়া হচ্ছে কেন? কেন একে এত আপনার বলে মনে হচ্ছে? এর পর যখন আজকের রাত্রির কথা এই বিদেশী প্রায় ভুলেই যাবে, তখন কি সঙ্গে সঙ্গে আমার কথাও ভুলে যাবে? না না, একটা কিছু স্মৃতিচিহ্ন একে দিয়ে দিতে হবে, যা দেখে কখনো কখনো আমায় মনে করবে। কি দেব? আমার একখানা ফটো এই কোটের পকেটে দিয়ে দি'। নীচে নাম লিখে দেব—"তোমার এক রাত্রির বন্ধু আমিনা"।

(ফতিমা ও খাদিজার অলক্ষ্যে একখানি ফটোগ্রাফ লইয়া তাহার নীচে পড়িতে পড়িতে লিখিল)—"তোমার এক রাত্রির বন্ধু আমিনা"—(সতর্কতার সহিত ফটোখানা ওভারকোটের পকেটে রাখিল)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

কৃষকবালিকাগণ। গীত।

শ্যামসলিলা বহিছে তটিনী কল কল কল তানে,
সখী, বিশাল সিন্ধু পানে—
আকুল বেদনা অধীর মলয়ে উথলি উঠিছে গানে!
ফুটিছে কুসুম পুঞ্জে পুঞ্জে, বাজিছে বাঁশরী কুঞ্জে কুঞ্জে,
কুহু কুহু কুহু বোলে কোয়েলা, পরাণে বজর হানে!—
পরাণ না মানা মানে—
আকুল আবেগে ছুটিছে হৃদয় কোন হৃদয়ের পানে?—
স্বজনী লো! কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিছে হৃদয় কোন হৃদয়ের টানে!
কত গন্ধ গান উঠিছে জাগিয়া কাহার মধুর পরশ লাগিয়া,
কত শোভা আজি ফুটিয়া উঠিছে হেরলো কাননে কাননে,—
গুন্ গুন্ গুন্ গুঞ্জরে অলি বিহ্বল মধু পানে!

———

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানবাটিকা।

হামিদ পাশা, আসাদ পাশা, ফতিমা, আমিনা ও খাদিজা চায়ের টেবিলের চারি পার্শ্বে বসিয়া চা পান করিতেছে।

ফতিমা। তারপর? তারপর?

হামিদ। তারপর আর কি, এখন সন্ধির কথাবার্ত্তা চলছে।

আমিনা। তা তো জানি। তারপর সেদিন আর কি হ'ল?

হামিদ। কি আবার হবে? তাদের মুস্তাফাপাশা পর্য্যন্ত তাড়িয়ে দিয়ে আসা গেল। তারা বোধ হয় মনে করেছিল আমরা একেবারে ঘুমিয়ে আছি। তাই জন কয়েক লোক পাঠিয়ে একবার খোঁচা মেরে দেখলে তাদের অনুমান ঠিক কি না।

আসাদ। আসল কথা কি জানেন, তাদের আমরা বড্ড বেশী বাড়তে দিয়েছি। নগরের পর নগর জয় করে তাদের আশা অনেক ঊর্দ্ধে উঠে গেছে। আমি যদি প্রধান সেনাপতি হতেম তবে তারা কিছুতেই এতটা বাড়তে পেত না।

আমিনা। আজ আমার মত সুখী কে? মহাবীর হামিদ পাশা আমার পিতা, বীর আসাদ পাশা আমার বাগ্‌দত্তপতি।—আমি বীরকন্যা বীরনারী। আজকের দিনে এদেশে এর চেয়ে গৌরবের কথা আর কি আছে? কিন্তু কোথায় যেন একটু অভাব রয়ে গেছে। সেই রাত্রি থেকে আমার মনটা যেন কেমন এক রকম হয়ে গেছে। সেই ইটালিয়ান সৈনিক,—জানিনা তার কি হ'ল। সে নির্ব্বিঘ্নে নিরাপদ স্থানে পৌঁচেছে কি না জানতে বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু উপায় নাই।

ফতিমা। আমিনা, কি ভাবছিস্?

আমিনা। কৈ, কিছু না। হাঁ, ভাবছিলুম এই সব যুদ্ধের কথা। হ্যাঁ বাবা, তারপর কি হ'ল ?

হামিদ। তারপর আবার কি হবে? তারপর আমরা ফিরে এলুম।

আমিনা। ফিরে আসতে আসতে কি হ'ল ? বল না—আমার যে শুনতে বড় ইচ্ছা হচ্ছে।

হামিদ। বলহে আসাদ, তুমি বল। আমি ত আর পারি না।

আসাদ। আমি কখনো স্ত্রীলোকদের কাছে গল্প করি না ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি। আর তা ছাড়া বলবার কিছু থাকে তবে তো বলা যায়।

হামিদ। হাঁ হাঁ, একটা কথা বলবার আছে। আসতে আসতে একটা ঘটনা ঘটেছিল, যা থেকে আমাদের বিশেষ উপকার হবে।

সকলে। কি ?

হামিদ। তোমরা যা আশা কচ্ছ, তেমন বড় রকমের একটা কিছু অবশ্যি নয়। তবে হ্যাঁ, ঘটনাটার কিছু মূল্য আছে বটে। আমরা আসতে আসতে একজন ইটালিয়ান—

ফতিমা
আমিনা
খাদিজা } ইটালিয়ান।

হামিদ। হাঁ। এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আজকাল তো বিস্তর বিদেশী সৈনিক উভয় পক্ষেই যুদ্ধ কচ্ছে।

ফতিমা। হাঁ—না—তাই বলছিলুম।

হামিদ। তারপর সেই ইটালিয়ান, নাম তার ম্যানুয়েলো—

ফতিমা
আমিনা
খাদিজা } ম্যানুয়েলো!

হামিদ। কি রকম? তোমাদের সব হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি, যে খামখা খামখা চমকে উঠছ? তোমরা এ নামের কাউকে জান নাকি?

ফতিমা। না, আমরা কোত্থেকে জানব, আমরা কোত্থেকে জানব? তবে কি না, হাঁ—না—এঁ—কি আজগুবি নাম!—

হামিদ। কিসের আজগুবি? ইটালিয়ানদের মধ্যে এই নামটাই বোধ হয় সব চেয়ে বেশী চল।

ফতিমা। তাই নাকি? তাই নাকি?

হামিদ। হ্যাঁ তাই।—তারপর শোন। সে এসে বল্লে যে বুল্‌গার দলে চাকরী কচ্ছে। কিন্তু এখন সে তাদের ছেড়ে আমাদের দলে ঢুকতে চায়। দেখলুম তার কাছ থেকে বিপক্ষের অনেক গুপ্ত খবর জানতে পারা যাবে। তাই তাকে ভর্ত্তি করে নিলুম।

আমিনা। আঃ! বাঁচলুম।

হামিদ। তুই মরেছিলি কবে যে বাঁচলি?

আমিনা। না না আমি কেন? আমি বল্লুম লোকটা বাঁচল। তুমি তা'কে ভর্ত্তি করে না নিলে সে কি আর জ্যান্ত ফিরে যেত?

হামিদ। তা বটে। তাকে অবশ্যই জ্যান্ত ছেড়ে দেবার উপায় ছিল না। অন্ততঃ তাকে বন্দি করে সদরে হাজির কর্ত্তে হত।

আসাদ। আচ্ছা তার এরূপ করবার কারণ কি? সেত ইচ্ছা কর্লেই পালাতে পার্ত্ত। আমায় বল্লে বুল্‌গাররা তাকে পেটপূরে খেতে দিত না, আর দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একটুও চোখ বুজতে দিত না। বলে আমি বিদেশী, পেটের দায়ে চাকরী কর্ত্তে এসেছি, অত সইব কেন? আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না। আমার বোধ হয় ভিতরে আরও কিছু কারণ আছে। বোধ হয় তাকে অত সহজে বিশ্বাস করা ভাল হয় নি।

হামিদ। তাকে বড় সহজে বিশ্বাস করা হয়নি। সে বিশ্বাসযোগ্য

কথা বলেছে বলেই তাকে বিশ্বাস করেছি। তোমার অনুমান ঠিক। ভিতরে আরও কিছু কারণ আছে এবং সে তা আমায় বলেছে। জান ত, আমি বয়সেও বুড়ো হ'লেও ছোকরাদের সঙ্গে আমায় খুব শীগ্‌গির বনিবনাও হয়ে যায়।

আসাদ। কি বলেছে আপনাকে ?

হামিদ। ব'লেছে,—প্রথমতঃ, সে বিদেশী হ'লেও জন্ম তার এদেশে, সহর ইস্তাম্বুলে। সে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত এবং আমাদের দেশের লোকের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে মিশেছে। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকবে, সে আমাদের দেশের ভাষা পরিষ্কার বলতে পারে।

খাদিজা। আমরাও তা লক্ষ্য করেছি।

হামিদ। তোরা লক্ষ্য করেছিস ?

খাদিজা। না না আমি বলছি, কথা কইলে আর লক্ষ্য করেনি ?

হামিদ। ওঃ তাই। তা হ'লে বুঝেছ, সে যে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর্ত্তে অনিচ্ছুক হবে তা সহজেই বিশ্বাসযোগ্য।

আসাদ। তা বটে।

হামিদ। তা ছাড়া আরও একটা গোপনীয় কারণ আছে।

ফতিমা
আমিনা } কি ? কি ?
খাদিজা

হামিদ। তোমাদের এ অসঙ্গত কৌতুহলের কারণ ?

আমিনা। এঁ—না—কারণ আবার কি ?—আমাদের শুনতে ইচ্ছা হচ্ছে।

হামিদ। ইচ্ছা দমন কর, আমি তোমাদের সে কথা বলব না।

আসাদ। বাস্তবিক, আজকে এদের রকম সকম যেন কিছু বেয়াড়া বোধ হচ্ছে।

আমিনা। কেন বলবে না? হ্যাঁ বাবা, বল না।

হামিদ। না বলব না। সে বলতে বারণ করে দিয়েছে।

ফতিমা। আহা, আমাদের কাছে বলবে বইত নয়। আমরা ত আর কাউকে বলতে যাচ্ছিনা।

হামিদ। না তা নয়,—তবে হাঁ,—আচ্ছা শোন। সে বল্লে কোন একটা ঘটনায় তার এদেশের উপর ভক্তি বড্ড বেড়ে গেছে,—বিশেষ আমাদের দেশের স্ত্রীজাতীর উপর।

ফতিমা }
আমিনা } (স্বগত)—সর্ব্বনাশ !—(প্রকাশ্যে)—কি এমন ঘটনা? কি এমন ঘটনা?
খাদিজা }

হামিদ। সে দিন এখান থেকে তার সঙ্গীরা যখন পালিয়ে যায় তখন নাকি সে পেছনে পড়েছিল। আর একটু হলেই ধরা পড়ত-এক রকম পড়েওছিল। তবে সৌভাগ্যক্রমে তার ডান হাত খোলা ছিল। যে ধরেছিল তাকে এক চড় মেরে সে পালায় এবং একটা বড় বাড়ীর গাড়ি বারান্দার থাম বেয়ে এক সুন্দরী যুবতী কুমারীর শয়নকক্ষে গিয়ে ওঠে। বল্লে, সেখানে সে যা খাতির যত্ন পেয়েছে এবং যা রগড় দেখেছে, তা সে এ জীবনে ভুলবে না।

ফতিমা। রগড়? ওঃ পাপিষ্ঠ!

হামিদ। না বাপু আমায় রেহাই দাও, তোমাদের কাছে গল্প বলা আমার কর্ম্ম নয়।

আমিনা। না বাবা, বল বল,—তোমার দুটি পায়ে পড়ি বল না।

হামিদ। তোমরা আগে বল সে পাপিষ্ঠ হ'ল কিসে।

আমিনা। এঁ এঁ না তা এঁ—

খাদিজা। পাপিষ্ঠ নয় ত কি? নারীর সেবাকে যে রগড় মনে করে, সে পাপিষ্ঠ নয় ত কি?

ফতিমা }
আমিনা } তা নয় ত কি? তা নয় ত কি?

হামিদ। তা বটে। আচ্ছা, তারপর শোন। সেই কুমারী নাকি তাকে লুকিয়ে রেখে তার প্রাণ বাঁচালে এবং যথেষ্ট ভালবাসা দেখালে। সেবা যত্নের তো কথাই নাই। এমন কি সে ঘুমিয়ে আছে মনে করে একবার তাকে চুম্বন পর্য্যন্ত করেছিল!—হাঃ—হাঃ হাঃ!

আমিনা। মিথ্যা কথা,—আমি তাকে কক্‌খনো চুম্বন করিনি।

হামিদ }
আসাদ } (অবাক হইয়া)—অ্যাঁ!

আমিনা। না না, আমি বলছি এ অসম্ভব—মিথ্যা কথা। এক অপরিচিতা যুবতী কুমারী এক পরপুরুষকে কখনো চুম্বন কর্ত্তে পারে না।

হামিদ। ওঃ তাই।

খাদিজা। (আগ্রহের সহিত)—সে আর কি বল্লে?

হামিদ। বল্লে, আর একটা মেয়ে,—মুখটা তার ঠিক বাঁদরের মত, ঠ্যাং গুলো আরশুলার ঠ্যাংয়ের মত—

খাদিজা। ওঃ!

হামিদ। কি?

খাদিজা। কিছু না, তুমি বলে যাও।

হামিদ। সে নাকি সোহাগ করে তার পা টিপে দিয়েছিল। হাঃ—হাঃ—হাঃ!

খাদিজা। কি মিথ্যাবাদী! আমি কক্‌খনো তার পা টিপে দি' নি।

হামিদ }
আসাদ } অ্যাঁ!

খাদিজা। এ—না—আমি বলছি, এ কি কখনো সত্যি হতে পারে?

হামিদ। ওঃ তাই।

ফতিমা। (আগ্রহের সহিত)—সে আর কি বল্লে ?

হামিদ। বল্লে আর একটা বুড়ী—

ফতিমা। বুড়ী !

হামিদ। হাঁ, এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে ?

ফতিমা। না তাই বলছিলুম—তারপর তুমি বলে যাও।—

হামিদ। বল্লে একটা বুড়ী, সেই কুমারীর নানী,—তার তিন কাল গিয়ে এক কাল ঠেকেছে, অথচ তার বিশ্বাস সে ছেলে মানুষ—সে নাকি সোহাগ করে তার চুল আঁচড়ে দিয়েছিল।—হাঃ—হাঃ—হাঃ !

ফতিমা। ওঃ!—(ভূমিতে পদাঘাত)

হামিদ। ও আবার কি ?

ফতিমা। না কিছু নয়, কি একটা পোকা পা বেয়ে উঠেছিল।

হামিদ। ওঃ তাই। তারপর শোন, আরো রগড় আছে।

ফতিমা। কি ?

হামিদ। তারপর নাকি সেই কুমারী, নানী, আর সেই আর একটা মেয়ে তিনজনে হাতাহাতি হবার গতিক, কে তার কাছে বসবে তাই নিয়ে। হাঃ—হাঃ—হাঃ !

ফতিমা
আমিনা } হাঃ—হাঃ—হাঃ !
খাদিজা

আসাদ। আচ্ছা আমি আজ তা হলে উঠি ? বেলা হ'ল।

হামিদ। আহা বোসই না ! শোন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

আসাদ। কি ?

হামিদ। এই আমি বলি কি, এখন সন্ধির কথাবার্ত্তা চলেছে, যুদ্ধ এক রকম স্থগিত আছে। এই ফাঁকে তোমাদের বিবাহটা হয়ে গেলে ভাল হয়

না? তুমি আমি উভয়েই সৈনিক। যদি আবার যুদ্ধ বাধে, তবে কি হয় তা'ত বলা যায় না।

আসাদ। তা, আপনি যা হুকুম করেন।

হামিদ। আমরা ইচ্ছা, কালই কাজ শেষ করে ফেলা যাক। যা সময় পড়েছে, তা'তে একদিন বাদে কি হবে কেউ বলতে পারে না।

আসাদ। বেশ, আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

হামিদ। তা হলে চল ড্রয়িংরুমে যাই, সেইখানে বসে কথা বার্ত্তা হ'বে। উঃ বাইরে কি ঠাণ্ডা!

আসাদ। চলুন।

(সকলে উঠিলে পরিচারক মেজ তুলিয়া লইয়া গেল)

হামিদ। খাদিজা, আমার হাল্‌কা ওভারকোটটা নিয়ে আয় ত।

ফতিমা
আমিনা } সর্ব্বনাশ!
খাদিজা

হামিদ। উঃ, আমি আর এখানে বসতে পাচ্ছি না। তোমার ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না আসাদ?

আসাদ। না। আমি কখনো ঠাণ্ডা বোধ করি না। ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি।

হামিদ। কর নাকি? আমি কিন্তু তা মনে করি না। বুড়ো হয়েছি, কি করব বল? কৈ খাদিজা, গেলিনে, আচ্ছা থাক, আমিই যাচ্ছি।

(হামিদ ও আসাদের প্রস্থান)

ফতিমা। সর্ব্বনাশ! এখন কি হ'বে? কোটের কথা জিজ্ঞাসা কর্লে কি বলব?

আমিনা। তাই ত, একি মুস্কিল হ'ল! এখন কি করা যায়?

হামিদ। (নেপথ্যে)—খাদিজা! খাদিজা! আমার কোট কোথায়?

খাদিজা। এই যাচ্ছি চাচাজান।—আঃ মলো যা, গোড়াতেই আমায় তলব? কেন, বাড়ীতে কি আর লোক নাই? (প্রস্থান)

হামিদ। (নেপথ্যে)—চাচী,—আমিনা,—আমার কোট কোথায়?

ফতিমা। এই যাচ্ছি।—হায় হায়, কি জবাব দেব?—কি জবাব দেব? (প্রস্থান)

আমিনা। হায় হায় হায়, জিজ্ঞাসা কর্লে কি বলব? (প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

ড্রয়িং রুম

খাদিজার প্রবেশ।

খাদিজা। না বাপু, আর ভাল লাগে না। আর বুড়োরই বা কি গো, সেই কোটটা না হলে কি কিছুতেই চলছে না? কেন? সেটাতে কি মধু মাখান আছে?

হামিদ। (নেপথ্যে)—খাদিজা! খাদিজা! আমার কোট কোথায়?

খাদিজা। জানি নে বাপু তোমার কোট কোথায়। কোট—কোট—কোট—এক কোটের জন্য যেন বাড়ী মাথায় করে নিয়েছে। এক একবার ইচ্ছা হয়, দি' বলে সব।

[ফতিমা ও আমিনার প্রবেশ]

হামিদ। (নেপথ্যে)—চাচী,—আমিনা,—তোরা সব কোথায়? আমার কোট কৈ?

ফতিমা। খাদিজা, কি করি বল্ তো? একটা কোটের জন্য যে ভারি মুস্কিল হ'ল।

খাদিজা। কি আবার করবে? আমরা কেউ জানি না—সোজা কথা—ব্যাস।

আমিনা। জানি না বল্লে চলবে কেন? বাবার শোবার ঘরে ছিল, সেখান থেকে তো বাইরের লোক এসে চুরি করে নিতে পারে না। আমরাই বাড়ীতে ছিলুম—

হামিদ। (নেপথ্যে)—চাচী,—আমিনা,—খাদিজা, তোরা সব কোথায় গেলি? আমার কোট কোথায় রেখেছিস?

ফতিমা। খাদিজা, তুই যা, দেখ যদি কোন মতে বুঝাতে পারিস।

খাদিজা। আমি একলা পারবনা—তুমিও এসো।

হামিদ। (নেপথ্যে)—চাচী—ও চাচী—চাচী—খাদিজা—

ফতিমা। এই যাই। (প্রস্থান)

খাদিজা। যাচ্ছি চাচা জান। (প্রস্থান)

আমিনা। হায় হায়, একটা কোটের জন্য সর্ব্বনাশ হ'ল যে! খোদা করে, সে কাক হাতে কোটটা ফেরৎ পাঠায়—

(পশ্চাতে সুসজ্জিত ম্যানুয়েলোর প্রবেশ)

ম্যানুয়েলো। আদাব।

আমিনা। কে? তুমি! ও—ও—ওঃ!—(মূর্চ্ছিতা হইয়া ম্যানুয়েলোর উপর পতন)

ম্যানুয়েলো। বাঃ! এ ত ব্যাপার মন্দ নয়! ওগো! ওঠ—ওঠ—ওঠ, জাগ—জাগ। উহুঁ, এ আমায় ভালবাসে, তাই পত্রপৃষ্ঠে উত্তর দিচ্ছে—ওগো, ওগো,—কি বিপদ! একটু জল কোথায় পাই? ডাকিই বা কা'কে?—ওগো, ওঠ—ওঠ—(বলিতে বলিতে একপার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারের উপর নিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে বসাইয়া দিল)—নাঃ, একটু জল না হ'লে কিছুতেই চলছে না। কোথায় একটু জল পাই? বাড়ীর ভিতর

ঢুকব ? কি আর করি, যাই দেখি—(অগ্রসর হইতেছিল এমন সময়ে খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। (সম্মুখে সশরীরে ম্যান্নুয়েলোকে দেখিয়া)—কে ? তুমি ! ও—ও—ওঃ !—(পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা)

ম্যান্নুয়েলো। আহা ! এ ও আমাকে ভালবাসে ! ওগো ! ওঠ—ওঠ—ওঠ—জাগ—জাগ—ভাল বিপদেই পড়েছি !—(অপর পার্শ্বস্থ আর একখানি চেয়ারের উপর নিয়া বসাইয়া দিল)—জল, জল,—একটু জল—কোথাও একটু জল পাব না গা ? (পুনরায় অগ্রসর হইতেছিল—এমন সময় ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। কে ? তুমি ! ও—ও—ওঃ ! (পূর্ব্ববৎ মূর্চ্ছা)

ম্যান্নুয়েলা। বাহবা ! বাহবা ! এরা তিনটী যেন সতান !—এরা তিন জনেই আমায় ভালবাসে। আমার লজ্জিত হওয়া উচিত। ওগো ! ওঠ—জাগ—ওঠ—(পূর্ব্ববৎ আর একখানি চেয়ারে নিয়া বসাইয়া দিল ও অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক গণনা করিল) এক, দুই, তিন—এখন করি কি ?—এদেরই বাঁচাই না নিজেই বাঁচি।

আমিনা। (ক্রমশঃ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইতেছিল)—আঃ !—

ম্যান্নুয়েলো। তবু ভাল, একজন সাড়া দিয়েছে !—(নিকটে গিয়া)—ওগো ! জাগ—জাগ—(হাওয়া করিতে লাগিল)

আমিনা। ওঃ !—

খাদিজা। উঃ !—

ম্যান্নুয়েলো। এই যে আর একজন ও মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। (খাদিজার নিকট গিয়া) ওগো ! ওঠ—ওঠ—জাগ—

খাদিজা। আঃ !—

ম্যান্নুয়েলো। দুত্তোর তোর ওঃ আর আঃ !

ফতিমা। হাঃ !—

ম্যানুয়েলো। আহা, ইনি আবার একটু নূতন রকম!—বলি তোমরা কি সব খালি পড়ে পড়ে ওঃ আঃ করবে? ওঠনা বাপু, আর কেন? ঢের হয়েছে। (ফতিমাকে ঝাঁকানি দিয়া)—ওগো, ওঠ—ওঠ—ওঠ—(ইতো-মধ্যে মূর্চ্ছাভঙ্গ হওয়াতে আমিনা ও খাদিজা উঠিয়া আসিল)

আমিনা। তুমি কোত্থেকে এলে?—আমার বাবার কোট কোথায়?

খাদিজা। ওগো আমার চাচাজানের কোট কোথায়?

ফতিমা (চক্ষু মেলিয়া সম্মুখেই ম্যানুয়েলোকে দেখিতে পাইল)—ওগো, আমাদের হামিদের কোট কোথায়?

ম্যানুয়েলো! আছে, আছে, কোট আছে,—আপনারা অস্থির হবেন না।

ফতিমা
আমিনা } কোথায়? কোথায়?
খাদিজা

ম্যানুয়েলো। আমার এই ব্যাগের ভিতর

হামিদ। (নেপথ্যে)—এরা সব থাকে থাকে, টুক টুক করে যায় কোথায়?—বাড়ীময় কোথাও কারু সাড়া শব্দ নাই!

(হামিদ ও আসাদের প্রবেশ)

হামিদ। (ম্যানুয়েলোকে দেখিয়া)—কে?—তুমি!

ম্যানুয়েলো। মূর্চ্ছা যাবেন না, মূর্চ্ছা যাবেন না।

হামিদ। তুমি এখানে কোত্থেকে এলে?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে এই ঘুর্ত্তে ঘুর্ত্তে এসে পড়লুম।

হামিদ। এই যে, তোমরা সব এখানে? আমি বাড়ীময় খুঁজে খুঁজে হায়রাণ। তোমরা কি এঁকে চেন নাকি?

ফতিমা
আমিনা } না, আমরা কি করে চিনব—আমরা কি করে
খাদিজা } চিনব—

ফতিমা। তবে ইনি তোমায় খুঁজছিলেন।

হামিদ। তুমি আমায় খুঁজছিলে? তুমি কি করে জানলে যে এটা আমার বাড়ী?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে, এ সহরের ছেলে বুড়ো সবাই জানে। তা হ'লে দেখছি এই বুড়োর উপর দিয়েই এতটা রগড় করে ফেলেছি। তা হ'লে ত একে সব বলা নেহাৎ অন্যায় হয়েছে।

হামিদ। আমার কাছে তোমার কি প্রয়োজন?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আপনি মহাশয় লোক, আমার পরম উপকারী—

হামিদ। চোপরাও ইউ বদমাস—হাঃ হাঃ হাঃ!—এসো, এঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ করে দি'। ইনি হচ্ছেন আমার চাচী, এ আমার কন্যা আমিনা, আর এটা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী খাদিজা।

ম্যানুয়েলো। আমার বড় সৌভাগ্য, আমার আমার বড় সৌভাগ্য।
(অভিবাদন)

হামিদ। ইনি হচ্ছেন কাপ্তেন ম্যানুয়েলো। এঁর কথাই আমি তোমাদের বলছিলেম। ইনি আজ আমাদের অতিথি,—দেখো যেন যত্নের ত্রুটী না হয়। ওকি, তোমার হাতে যে আবার একটা ব্যাগ?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে হ্যাঁ, ওতে ক'টা প্রয়োজনীয় জিনিষ আছে। ওবেলা থেকে আবার আমার ডিউটী আছে কিনা। আবার সাত দিনের আগেতো ফির্ত্তে পারব না।

হামিদ। চাচী, কাউকে ডাকনা, ব্যাগটা নিয়ে যাক।

ফতিমা
আমিনা } আমায় দিন, আমায় দিন। (ব্যাগ লইয়া তিনজনের
খাদিজা } প্রস্থান)

আসাদ। এদের অতিথি সেবার আগ্রহটা যেন কিছু অতিরিক্ত বলে বোধ হচ্ছে।

হামিদ। আসাদ, তুমিতো ম্যানুয়েলোকে চেন, অথচ আলাপ কচ্ছ না?

আসাদ। আমি কখনো নিজে সেধে আলাপ করি না। ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি।

হামিদ। হাঃ হাঃ হাঃ—ম্যানুয়েলো, আমাদের আসাদ একটু পরিহাস-প্রিয়। তুমি বোধ হয় জাননা, এই আসাদের সঙ্গে কাল আমিনার বিয়ে।

ম্যানুয়েলো। তা হ'লেত এর খর্চ্চায় সেদিন পরিহাস বড় মন্দ হয়নি।

হামিদ। হ্যাঁ ম্যানুয়েলো, তোমারতো আজ যাওয়া হতে পারে না। তোমায় কালকের দিন থেকে এদের বিবাহ দেখে যেতে হবে।

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আমার ডিউটী—

হামিদ। তোমার যায়গায় আমি একদিনের জন্য অপর লোক বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আজ্ঞে—

হামিদ। আর আজ্ঞে আজ্ঞে নয়, তোমায় কালকের দিন থাকতেই হবে। তোমরা বোস, আমি ওভারকোটটা পরে আসি।

আসাদ। আজ্ঞে আমি আর বসব না, আমার যাবার সময় হ'ল। কালকের জন্য যা কিছু ব্যবস্থা আজ থেকেই করে রাখতে হ'বে ত।

হামিদ। তোমার বড় ভাই আছেন, তিনিই সব করবেন। তুমি আবার কি করবে?

আসাদ। আমি কখনো দাদার দোহাই দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকি না। ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি।

হামিদ। আচ্ছা তা হ'লে এসো। ওকি! তোমার টুপি কোথায়?

আসাদ। টুপি? তাইত! ওঃ, ভেতরে রেখে এসেছি। চলুন, ভেতর থেকে নিয়ে যাই।

হামিদ। ম্যানুয়েলো, তুমি বোস, আমি এখুনি আসছি। তুমি কিছু মনে করো না।

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে কিছু না, কিছু না,—এ আমায় নিজের বাড়ী।

(হামিদ ও আসাদের প্রস্থান)

তাইত ! এই দাম্ভিক বর্ব্বরটার সঙ্গে আমিনার বিবাহ ! না, আমি কিছুতেই তা দাঁড়িয়ে দেখতে পারব না। পালাই।

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। তারপর বন্ধু, এই ক'দিন কেমন ছিলে ?—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

ম্যানুয়েলো। বুঝতেই পাচ্ছ ।—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

আমিনা। হায়, আর ক'দিন আগে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হ'ত!

ম্যানুয়েলো। তা হলে কি হ'ত ?

আমিনা। জানি না। আর এখন তা জেনেই বা কি হবে ?—আসাদের সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে। কাল বিবাহ,—এখন আর নড়চড় হয় না।

ম্যানুয়েলো।—(সশব্দে দীর্ঘ নিশ্বাস)—

আমিনা। বন্ধু, আমার জন্য দুঃখ করো না। আমার কথা কখনো মনে করো না। যদি নিতান্ত মনে হয়, যদি কখনো আমায় দেখতে বড় ইচ্ছা হয়,তবে আমি তোমায় যে ফটোগ্রাফ দিয়েছি—না না, তা হ'তে পারে না—তুমি আমার ফটো ফিরিয়ে দাও।

ম্যানুয়েলো। ফটো ! ফটো কোথায় ?

আমিনা। সেকি ! তুমি আমার ফটোগ্রাফ পাও নি ? আমি যে বাবার কোটের পকেটে পূরে দিয়েছিলেম।

ম্যানুয়েলো। আমিত পকেট খুঁজিনি। বাধ্য হয়ে অপর এক ভদ্র

লোকের কোট পর্ত্তে হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে তার পকেটে হাত দেব কোন অধিকারে?

আমিনা। সর্ব্বনাশ!—বাবা যে সে কোট পড়ে ফেলেছেন—পকেটে হাত দিলেই ত কেলেঙ্কারীর একশেষ হবে। যাই, দেখি যদি কোন রকমে ফটোখানা উদ্ধার কর্ত্তে পারি। (প্রস্থান)

ম্যানুয়েলো। কি করব বল, এতে আমার কোন দোষ নাই।

(খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। কিগো,আমার বাঁদরের মত মুখ, আরশুলার মত ঠ্যাং—না?

ম্যানুয়েলো। (স্বগত)—সর্ব্বনাশ! বুড়ো দেখছি বাড়ী এসে সব গল্প করেছে। (প্রকাশ্যে)—দূর! কে বল্লে? তোমার পদ্মফুলের মত মুখ, আর কলাগাছের মত ঠ্যাং

খাদিজা। এখন আর তা বল্লে চলে? তুমি একবার যা বলেছ তাই ঠিক। কিন্তু আমি ভাবি, তুমি এ কথাগুলো মুখে আনলে কি করে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ম্যানুয়েলো। আহা চট কেন? তুমি হচ্ছ—ইযে তোমার গে—

খাদিজা। যাও, আর পিরাতে কাজ নেই। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত বোকশোধ। দাও, আমার ফটো ফিরিয়ে দাও।

ম্যানুয়েলো। ফটো! কিসের ফটো?

খাদিজা। কেন, আমি যে সেই কোটের পকেটে দিয়েছিলেম—

ম্যানুয়েলো। বেশ! আচ্ছা বল দেখি, তোমরা কি মনে করেছিলে আমি গাঁটকাটা?—যে অনায়াসে এক ভদ্রলোকের কোটের পকেটে হাত দেব?

খাদিজা। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?—সে কোট যে চাচাজান পরে ফেলেছেন। পকেটে হাত দিলেই ত একটা কেলেঙ্কারী হবে। যাই, দেখি যদি কোন রকমে ফটোখানা উদ্ধার কর্ত্তে পারি।

(ফতিমার প্রবেশ)

ফতিমা। কি গো, আমি বুড়ো—আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—কেমন, না ?

ম্যানুয়েলো। না না, কে বল্লে ?—আপনি এখনো অতি শিশু।

ফতিমা। যাও, তোমায় আর সোহাগ কর্ত্তে হবে না। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত রোকশোধ। দাও, আমার ফটো ফিরিয়ে দাও।

ম্যানুয়েলো। বাহবা! বাহবা! বাহবা! প্রেমের বলিহারী যাই! আপনিও কি ফটো কোটের পকেটে পূরে দিয়েছিলেন না কি ?

ফতিমা। হাঁ।

ম্যানুয়েলো। তা হ'লে এখনো তা সেইখানে ঘুমুচ্ছে।—আমি পকেটে হাত দিইনি।

ফতিমা। সর্ব্বনাশ!—এখন উপায় ?

(পাইপ মুখে হামিদ ও তৎপশ্চাত আসাদ, আমিনা ও খাদিজার প্রবেশ)

আসাদ। আমি তবে এখন আসি ?

ফতিমা। এত সকাল সকাল গিয়ে কি করবে ? আর একটু বোস, একটু চা খেয়ে যাও।

আসাদ। যে আজ্ঞে।

হামিদ। আঃ, বাঁচলুম। ঘরে এসে এই কোটটা না পর্ত্তে পেলে আমি যেন আরাম বোধ করি না। (পাইপটা নাড়াচাড়া করিয়া)—একটা দিয়াশলাই পেলে হ'ত। পকেটে তো একটা থাকা উচিত।—(পকেটে হাত দিতেছিল, ম্যানুয়েলেলো হাত ধরিয়া ফেলিল)

ম্যানুয়েলো। সবুর!

হামিদ। ওকি ?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে দিয়াশলাই।—(দিয়াশলাই প্রদান)

হামিদ
ফতিমা
আমিনা
খাদিজা
} (পর পর) ধন্যবাদ ;
(ম্যানুয়েলো যথাক্রমে অভিবাদন করিল)

হামিদ। (দুই তিনবার হাঁচিয়া)—আঃ ! আমার বড় সর্দ্দি হয়েছে। আমার রুমাল কোথায় ? (রুমালের খোঁজে পকেটে হাত দিতেছিল, ম্যানুয়েলো পূর্ব্ববৎ হাত ধরিয়া ফেলিল)

ম্যানুয়েলো। সবুর !

হামিদ। আবার কি ?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে রুমাল—(রুমাল প্রদান)

হামিদ। কেন, আমার নিজের রুমাল ?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আমার আপনার একই কথা।

হামিদ
ফতিমা
আমিনা
খাদিজা
} (পর পর) ধন্যবাদ।
(ম্যানুয়েলো কর্তৃক অভিবাদন)

আসাদ। এদের এই ধন্যবাদগুলো কিন্তু আমার বড্ড বেসুরো লাগছে।

আমিনা। (স্বগত)—দু'বার রক্ষা হ'ল, বার বার ত এ রকম চলবে না। আবার হয়ত এক্ষুণি কি দরকারে পকেটে হাত দিয়ে বসবেন। না, আর দেরী করা নয়।—(প্রকাশ্যে)—ওকি বাবা, তুমি কোটের বোতাম লাগাও নি ? তাইতো অমন যাচ্ছে তাই দেখাচ্ছে। আমি ভাবি তোমায় অমন বিশ্রী দেখাচ্ছে কেন ? এসো তোমার বোতাম লাগিয়ে দি'।

ফতিমা। হাঁ, এসো তোমার বোতাম লাগিয়ে দি'।

খাদিজা। হাঁ, এসো চাচাজান, তোমার বোতাম লাগিয়ে দি'।

(হামিদ অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া র'হল এবং ফতিমা আমিনা ও খাদিজা নিজ নিজ ফটো উদ্ধার করিল)—

ফাতিমা। আমি যাই, তোমাদের চায়ের যোগাড় দেখিগে। (প্রস্থান)

আমিনা। আমি যাই সাহায্য করিগে। (প্রস্থান)

খাদিজা। আমি যাই, দেখিগে রান্নার কি হ'ল। (প্রস্থান)

ম্যানুয়েলো। আমি যাই,বাইরে বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি। (প্রস্থান)

হামিদ। আর তুমি ?—তুমিও যা হয় একটা কিছু বলে সরে পড়।

আসাদ। আজ্ঞে, আমার কেমন খট্‌কা লাগছে।

হামিদ। সত্যি কথা বলতে কি, আমারও একটু একটু লাগছে। বোধ হয় এই বোতাম লাগান ব্যাপারে এদের একটা কিছু মৎলব ছিল।

আসাদ। বোধ হয় কি, নিশ্চয়ই ছিল। আমার চোখে কেউ ধূলো দিতে পারে না। আমি যে করেই হোক তা বার করব।

হামিদ। এসো এক কাজ করা যাক।—ম্যানুয়েলো খুব চালাক —

আসাদ। চালাক নিশ্চয়ই, তবে আমাদের চেয়েও কিছু উর্দ্ধে।

হামিদ। তাকে জিজ্ঞাসা কর। সে হয়ত এরই মধ্যে সব জেনে নিয়েছে,—আর না জানলেও খুব সহজেই এদের কাছ থেকে কথা বার কর্ত্তে পারবে।

আসাদ। আমি কখনো কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না। ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি।

হামিদ। আমি মনে করি না। তুমি জিজ্ঞাসা না কর আমিই কর্চ্ছি—ম্যানুয়েলো !—ম্যানুয়েলো !—

(ম্যানুয়েলোর প্রবেশ)

ম্যানুয়েলো। জনাব ?

হামিদ। দেখ ম্যানুয়েলো, তুমি খুব চালাক—

ম্যানুয়েলো। অ্যাঁ ! কে বল্লে ?

হামিদ। এই আসাদ বলেছে।

আসাদ। আমি বলেছি।

ম্যানুয়েলো। আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করি।

হামিদ। তা দেখ, আমার বোধ হয় এই বোতাম লাগান ব্যাপারে এদের একটা কিছু মৎলব ছিল।

ম্যানুয়েলো। ছিলই তো।

হামিদ } কি?
আসাদ }

ম্যানুয়েলো। শ্‌ শ্‌ শ্‌—(খুব মৃদুস্বরে)—আমার বোধ হয়—(ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ)—

হামিদ } হাঁ, বলনা, এখানে কেউ নাই।
আসাদ }

ম্যানুয়েলো। আমার বোধ হয়—(পুনরায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ)—

হামিদ } আহা, বলনা।
আসাদ }

ম্যানুয়েলো। এদের যা মৎলব ছিল—(ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ)

হামিদ } হাঁ?
আসাদ }

ম্যানুয়েলো। তা কিছুই নয়।

আসাদ। (ক্রুদ্ধভাবে) আমি আমিনাকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি।

(প্রস্থান)

হামিদ। আমিও চাচীকে পরিষ্কার জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। (প্রস্থান)

ম্যানুয়েলো। আমিও এখান থেকে পরিষ্কার সরে পড়বার যোগাড় দেখছি।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

নদীতীর।

খাদিজার প্রবেশ।

খাদিজা। ছিঃ ছিঃ, কি লজ্জা! কি ঘৃণা!—একটা অপরিচিত বিদেশী, তার সঙ্গে কি বেহায়াপনাটাই করেছি! লাভ হয়েছে কি? নাকালের একশেষ! কিন্তু আমিনা ছুঁড়ীর কি স্পর্দ্ধা! ছুঁড়ী আমার হিংসায় ফেটে মরে। ওর জ্বালায় আমার দেশে তিষ্ঠান দায় হয়েছে। যা আমি ধরব, তাই ওর চাই। যাই দেখলে আসাদ আমায় ভালবাসতে সুরু করেছে—অম্নি তাকে আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিলে! আবার এই ম্যামুয়েলো,—যাই দেখলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি, অম্নি আমার সঙ্গে লাগতে সুরু কর্লে। কেন? আজ বাদে কাল তোর আসাদের সঙ্গে বে হবে, তুই কি হিসাবে সেই কোটের পকেটে ফটো গুঁজতে গেলি? চাচাজানের পকেট থেকে কি কারসাজি করে ফটো বার কলুম, মনে কর্লুম আমার ফটো ফিরে পেলুম। ওমা, ঘরে গিয়ে দেখি তা নয়, আমিনার, ফটো! নীচে আবার সোহাগ করে লেখা হয়েছে—"তোমার এক রাত্রের বন্ধু আমিনা"—দুত্তোর তোর বন্ধুর মুখে আগুন। যাকৃগে আর ও কথা ভাব্‌ব না। ভাবলেই মন খারাপ হয়।

আঃ, দিব্বি ঠাণ্ডা হাওয়া। এ ক'দিন ঘরের বদ্ধ হাওয়াতে যেন দম আটকাবার গতিক হয়েছিল। এইবার খোলা বাতাসে এসে প্রাণ বাঁচল।

গীত

মনে কি পড়ে গো সে মধুযামিনী, তটিনীর এই শ্যামল কুলে?—
বিকিয়েছিলাম চরণে তোমার কায়মনঃপ্রাণ আপনা ভুলে!
মৃদু মলয় কুসুমসুবাসে করেছিল বীজন এমনি ধারা,
নীল আকাশের রজত প্রবাহ করেছিল প্রাণ পাগলপারা,

(আসাদ প্রবেশ পূর্ব্বক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, খাদিজা দেখিতে পাইল না, গাহিতে লাগিল)

নিয়েছিলে তুমি আবেশে অবশ কম্পিত হিয়া হিয়ায় তুলে—
ভাঙ্গিলে কেন সে মধুর স্বপন, প্রেমের বাঁধন দিলেগো খুলে !

আসাদ। কার উদ্দেশে গান গাইছিলে খাদিজা ?

খাদিজা। তুমি কখন এলে ?

আসাদ। আমি এইমাত্র এসেছি। বল খাদিজা, কার উদ্দেশে এই মনোমদ মধুর অমৃতধারা গড়িয়ে পড়ছিল ?

খাদিজা। অমৃতধারা !—যদি তোমার উদ্দেশে হয় ?

আসাদ। আমি তা জানতে চাই। শোন খাদিজা, আমি তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার জন্য অনেক খুঁজে এখানে এসেছি।

খাদিজা। আমাকে জিজ্ঞাসা করবার তোমার কি আছে আসাদ ?

আসাদ। আছে।

খাদিজা। কি ?

আসাদ। তুমি জান খাদিজা, কাল আমিনার সঙ্গে আমার সঙ্গে বিবাহ। আজ কি আমাকে তোমার কিছু বলবার নাই ?—(খাদিজা অধোমুখে নিরুত্তর)—বল খাদিজা, যদি কিছু বলবার থাকে,—এখনো সময় আছে।

খাদিজা। না আসাদ, তোমায় আমার কিছু বলবার নাই। খোদার চরণে প্রার্থনা করি তুমি সুখী হও। আমিনা ভাগ্যবতী, তোমার সেবা করে তোমায় সুখী করুক। আমার কিছু বলবার নাই।

আসাদ। তবে তাই হো'ক। আমি পূর্ব্বস্মৃতি সব ভুলতে চেষ্টা করব। তোমায় বোধ হয় বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তে হবে না। কিন্তু একটা অনুরোধ,—কখনো মনে মনে আমার দোষ দিও না। তুমি ত জান,

যখন আমাদের সোনার স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়ে আমিনার সঙ্গে আমার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হ'ল, তখন তা'তে আমার কোন হাত ছিল না,—আমি তখন সম্পূর্ণ পরাধীন ছিলাম।

খাদিজা। না আসাদ, তোমার কোন দোষ নাই।

আসাদ। বেশ। আমার একটা অনুরোধ—

খাদিজা। কি?

আসাদ। এসো, আর একবার,—এই শেষবার, তোমায় সেকালের মত গোধূলির আধ আলো আধ ছায়ায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

খাদিজা। না তুমি যাও,—আমি একা এসেছি, একাই ফিরে যাব।

আসাদ। তবে তাই হো'ক। (প্রস্থান)

খাদিজা। চলে গেল।—বুঝি একটু ব্যথা পেয়ে গেল। কিন্তু কি করব, উপায় নাই। আসাদ, আসাদ, তুমি আমায় এখনো ভালবাস? তুমি আমায় এখনো ভুলতে পার নি? আমিও তোমায় ভুলতে পারি নি—বুঝি কখনো পারব না। কিন্তু, কিন্তু,—না না,—তুমি আমায় ভালবাস, আমি তোমায় ভালবাসি,—তবে মাঝখানে কে আমিনা? কি অধিকারে সে আমার বুক থেকে তোমায় ছিনিয়ে নেবে? না, এ অত্যাচার আমি সহ্য করব না। আসাদ, আসাদ, ফিরে এসো।—চলে গেছে। আচ্ছা যাও, কিন্তু আমি তোমায় ছাড়ব না—কিছুতেই না। আমার প্রাপ্য আমি কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেব। দেখি আমিনা কেমন করে আমায় বঞ্চিত করে।

(প্রস্থান)

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

বিবাহ সভা।

বরবেশে আসাদ কনে'বেশে আমিনা, হামিদ, নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ, ফতিমা, খাদিজা ইত্যাদি।

গীত

নর্ত্তকীগণ। তোমারি পুণ্য আশীষে ধন্য হউক এ মধু মিলন,—
তব করুণা-অমৃত দিয়ে যাক দোঁহে অমর নবীন জীবন।
তব পুণ্যপ্রেম- হরষে, তব শান্তি-সুরভি-পরশে—
বিকশিত হো'ক, মুকুলিত হো'ক, লভুক কাম্য অনুদিন,—
তোমারি কিরণে উজলিত হোক, বিতরুক নব কিরণ।

সকলে। মোবারক! মোবারক! মোবারক!

(দরবেশের প্রবেশ)

দরবেশ। হাঃ!

হামিদ। এসো দরবেশ, এসো!—(কর মর্দ্দন)

দরবেশ। আমার আসতে বড় দেরী হয়েছে, না? বিবাহ কি হয়ে গেছে?

হামিদ। না এখনো হয় নি,—এইবার হবে।

দরবেশ। (আমিনা ও আসাদের প্রতি)—আমি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, খোদা আপনাদিগকে সুখী করুন। (করমর্দ্দন)

(দরবেশ ফতিমা ও খাদিজা প্রভৃতির সহিত করমর্দ্দন করিতে করিতে ম্যানুয়েলোর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া চমকিয়া উঠিল)—

দরবেশ। হাঃ! কে? তুমি!

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে আমি।

দরবেশ। (হামিদের প্রতি)—আপনি একে কোথায় পেলেন?

হামিদ। কেন, এ যে আমাদের কাপ্তেন ম্যানুয়েলো। তুমি এঁকে চেন নাকি?

দরবেশ। চিনি নাকি? এই তো সেদিন আমায় চড় মেরে পালিয়ে আপনার বাড়ীতে গিয়ে উঠেছিল।

হামিদ। তোমায় চড় মেরে?—আমার বাড়ীতে?

দরবেশ। আজ্ঞে হাঁ, আমায় চড় মেরে আপনার বাড়ীতে।

হামিদ। তা হ'লে ম্যানুয়েলো, তুমি যে সব ঘটনার কথা বলেছিলে তা আমারই বাড়ীতে ঘটেছিল?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমার কোন দোষ নাই,—তখন আমার প্রাণের দায়।

আসাদ। আমিনা, তবে তুমিই সেই কুমারী, যার কক্ষে এ ব্যক্তি সে রাত্রে আশ্রয় পেয়েছিল,—এবং—ওকি! মুখ নীচু কর্লে যে? তবে সব সত্য?

আমিনা। কি সত্য?

আসাদ। কি সত্য?—তোমার কলঙ্ক কাহিনী।

আমিনা। আসাদ, আমায় বিশ্বাস কর, আমি সম্পূর্ণ পবিত্র।

আসাদ। মিথ্যা কথা। তাই সেদিন এই কাহিনী শুনবার জন্য তোমাদের এত আগ্রহ দেখা যাচ্ছিল, এবং শুনতে শুনতে তোমরা সব এত আত্মবিস্মৃত হচ্ছিলে। যাও আমি আর ইহজীবনে তোমার মুখ দেখব না।

আমিনা। আসাদ, তুমি বীরপুরুষ। বৃথা এক কুমারীর লাঞ্ছনা করা তোমার সাজে না।

আসাদ। বৃথা !—

খাদিজা। (ফটো দেখাইয়া) —দেখ দেখি, এই ফটোখানা কার— এবং নীচে কি লেখা আছে ?

আসাদ। এ্কি ! আমিনার ফটো ! নীচে তারই হস্তাক্ষরে লেখা — "তোমার একরাত্রের বন্ধু আমিনা" !—(ফটো পদদলিত করিয়া প্রস্থান)

আমিনা। ওঃ ! খোদা ! খোদা !—(মূর্চ্ছা—সকলে ধরা ধরি করিয়া ভিতরে লইয়া গেল—হামিদ, ফতিমা ও ম্যানুয়েলো ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

হামিদ। তোমার কি বলবার আছে চাচী ? তুমিই কি সেই বৃদ্ধা ? শীঘ্র বল,—কি, চুপ করে রইলে যে ?

ম্যানুয়েলো। জনাব, ইনি আর কি বলবেন ? এঁর হয়ে আমি বলছি,— ইনি আমার মা।

হামিদ। আর তুমি কি বলছ চাচী ?

ফতিমা। আমি বলছি,—এ—আমার—পুত্র।

হামিদ। তোমাদের কৈফিয়তে আমি সন্তুষ্ট হ'লেম। কিন্তু মেয়েটার কি হবে ?

ম্যানুয়েলো। জনাব, বান্দা প্রাণের দায়ে পালিয়ে এসে আপনার গৃহে আশ্রয় পেয়েছিল। যাবার সময় সে নূতন প্রাণ নিয়ে ফিরে গেছে। জনাব বড়, বান্দা ছোট,—কিন্তু মুসলমান। বান্দা ছোট হয়েও আপনার কন্যার পাণি প্রার্থনা কচ্ছে,—জনাব মঞ্জুর করুন।

হামিদ। ম্যানুয়েলো, তোমার ভিতর এতটা মনুষ্যত্ব আছে দেখে আমি সন্তুষ্ট হ'লেম। আমার কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা, তার অমতে কোন কাজ হ'তে পারে না। যদি পার, তার অনুমতি গ্রহণ করে তার এবং আমার মান রক্ষা কর। চল দেখি গে, সে কেমন আছে। (সকলের প্রস্থান)

সপ্তম দৃশ্য।

উদ্যান।

একপার্শ্বে একখানি ফোল্‌ডিং ক্যাম্প টেবিল, তাহার পার্শ্বে আমিনা একখানি গার্ডেন চেয়ারে বসিয়া চা পান করিতেছিল)

আমিনা। ওঃ! কি স্পর্দ্ধা!—কি দম্ভ!—সে এতগুলো লোকের মাঝখানে আমায় মর্ম্মান্তিক অপমান কর্লে! কেন?—কি অপরাধে? নাঃ, তার জন্য আমার কোন দুঃখ নাই।

আচ্ছা, এই ঘটনার পর ম্যানুয়েলো আমার সঙ্গে দেখা কর্লে না কেন? তার তো তা করা উচিত ছিল।—কিন্তু আমিই বা তার কথা এত ভাবি কেন? সে ও কি এম্নি আমার কথা ভাবে? আমায় কি তার একবারও দেখতে ইচ্ছা হয়? না, তা হয় না। হ'লে সে নিশ্চয় আসত। তার কাছে ত আমার ফটো নাই।

আচ্ছা, এটা কি করে ঘট্‌ল? আমি ত কিছুই বুঝতে পার্চ্ছি না। আমার ফটো আমি নিজহাতে বাবার কোটের পকেট থেকে বার কর্‌লুম,—এইত আমার কাছে এখানো রয়েছে। (পরিচ্ছদের অভ্যন্তর হইতে ফটো বাহির করিল)—এ কি!—এ যে খাদিজার ফটো! নীচে লেখা—"তোমারই খাদিজা"!—ওঃ তাই। খাদিজাও কোটের পকেটে ফটো দিয়ে দিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বার করবার সময় আমার ফটো পেয়েছে সে,তার ফটো পেয়েছি আমি।

কিন্তু খাদিজা কি সাহসে ম্যানুয়েলোকে ফটো দিতে গেল? তবে কি সে তার কাছ থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিল? তাই সম্ভব। সম্ভব কি, নিশ্চয়। তবে ম্যানুয়েলোও তাকে ভালবাসে? তাই সে আমায় দেখতে আসে নি। ওঃ দুনিয়ার মানুষ কি ভয়ানক!—যাক, আমি কা'কেও চাই না। কারু সঙ্গে আর কোন সংশ্রব রাখব না। ম্যানুয়েলো

আমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলেও তার সঙ্গে দেখা করব না।—না না, তা পারব না। তার চেয়ে তা'কে একখানা চিঠী লিখে দি', যেন সে আমায় দেখতে না আসে।—(পত্র লিখন—পত্র লিখা শেষ হইলে উহা লেপাফায় বন্ধ করিয়া শিরোনামা লিখিতে লিখিতে)—অতি রূঢ় হ'ল। তা হ'ক, তার ব্যবহারের চেয়ে তো আর রূঢ় নয়।

(ম্যানুয়েলোর প্রবেশ)

একি, তুমি আবার এসেছ! এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে দূর হও। আমি আর তোমার মুখ দেখতে চাই না।

ম্যানুয়েলো। মেজাজ বড্ড গরম। তা হ'লে ত খোসামোদে সুবিধা হবে না।—আজ্ঞে কি বলছেন?

আমিনা। বলছি তুমি এই মুহূর্ত্তে এখান থেকে বিদায় হও।

ম্যানুয়েলো। এই যাচ্ছি। (সজোরে উপবেশন)

আমিনা। ওঃ কি বেহায়া! তুমি যদি না যাও তবে আমিই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। (উঠিয়া অন্য চেয়ারে গিয়া উপবেশন)

ম্যানুয়েলো। ওঃ. ভারি সোজা রাস্তা ত!

আমিনা। তবু গেলে না? দেখ, তোমার সঙ্গে অভদ্রতা করবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তুমি আমায় বাধ্য কচ্ছ। আমার কোন দোষ নাই। এই দেখ, আমি তোমায় চিঠি পর্য্যন্ত লিখেছিলাম যাতে তুমি আর না এসো।

ম্যানুয়েলো। চিঠি লিখেছিলে?—তুমি!—আমায়?—আমার কি সৌভাগ্য! তোমায় ধন্যবাদ। দেখি কি লিখেছ।

আমিনা। সৌভাগ্য বটে। এই নাও।—(পত্রখানা ছুঁড়িয়া দিল)—কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে—

ম্যানুয়েলো। কি?

আমিনা। একখানা চিঠি পড়ে তার অর্থবোধ করবার মত বিদ্যাবুদ্ধি তোমার আছে কিনা।

ম্যানুয়েলো। অন্য চিঠী বুঝি না বুঝি, প্রেমের চিঠী বেশ বুঝতে পারি।

আমিনা। প্রেমের চিঠিই বটে। পড়ে দেখ।

ম্যানুয়েলো। (সুর করিয়া উচ্চৈঃস্বরে পত্র পাঠ করিতে লাগিল)—

প্রিয় ম্যানুয়েলো মহাশয়!

তুমি নীচ অতি, তাই তোমা প্রতি ঘৃণা মম অতিশয়।
হেরিলে সরলা অবলা—
পাইবারে তারে, হীন ব্যবহারে, কত তব ছলা কলা!
হে নিলাজ, অবিনীত!—
তোমার বদন হেরিতে বেদন,—চাহেনা এ মোর চিত।
বলিতে কি আর বাধা—
জানে তোমা সবে, নর অবয়বে তুমি হে একটী গাধা!
ছি, ছি, ছলনার ভালবাসা!
বামনের প্রায় এ চন্দ্রমায় ধরিতে করো না আশা।
ধর মম উপদেশ—
করি বৃথা লোভ পাবে কেন ক্ষোভ, নিরাশায় মনঃক্লেশ?
কহি তোমা বার বার—
তুমি যেই হও, মোর কেহ নও,—এসো না হেথায় আর।
আমি চাহিনা, চাহিনা, চাহিনা—
পশুরে এ প্রাণ দিতে বলিদান নাহি চাহে এ আমিনা॥

ম্যানুয়েলো। (পত্রপাঠান্তে)—সুন্দরী! তুমি দেখছি আমায় মর্ম্মান্তিক ভালবাস। আহা, তোমার প্রেম কি গভীর!

আমিনা। তুমি আমায় একেবারে অবাক কর্লে। আচ্ছা, তোমার কি মান, অপমান, ঘৃণা, লজ্জা কিছুমাত্র নাই?

ম্যানুয়েলো। যাও ছিল, এই সুমধুর পত্রখানা পড়ে সব উপে গেছে।

(পত্র চুম্বন)

আমিনা। ওঃ!—তুমি কি আমায় পাগল না করে ছাড়বে না?

ম্যানুয়েলো। সুন্দরী! তুমি আমায় এই পত্রখানা লিখে একেবারে চরম ভালবাসা প্রকাশ করে ফেলেছ। অতএব তুমি অনুমতি কর, আমিও তোমায় একটু ভালবাসা দেখাই। আমিনা! আমি তোমায় ভালবাসি, ভালবাসি, ভালবাসি!

আমিনা। দেখ তুমি যদি আর এক মুহূর্ত্ত এখানে বিলম্ব কর তবে আমি তোমায় চাকর দিয়ে ঘাড় ধরে বার করে দেব।

ম্যানুয়েলো। আহা, তোমার প্রেম অতি গভীর! অতি সুন্দর!! অতি মধুর!!! তুমি আমায় একবারে কিনে রাখলে।

আমিনা। ওঃ!— (ক্রোধভরে প্রস্থান)

ম্যানুয়েলো। হাঃ—হাঃ—হাঃ!—

(হামিদ ও ফতিমার প্রবেশ)

হামিদ। ম্যানুয়েলো! ম্যানুয়েলো!—

ম্যানুয়েলো। জনাব?

হামিদ। আমিনা কি বল্লে? সে সম্মতি দিয়েছে?

ম্যানুয়েলো। আজ্ঞে হাঁ, সম্মতি না দিয়ে যাবে কোথায়? তার সাধ্য কি অসম্মত হয়?

ফতিমা। আঃ বাঁচলুম।

হামিদ। শুনে বড় সুখী হ'লেম। আশীর্ব্বাদ করি তোমরা সুখী হও। আমিনা! আমিনা!—

আমিনা। (নেপথ্যে)—বাবা !— (প্রবেশ)

হামিদ। শুনে বড় সুখী হ'লেম, তুই ম্যানুয়েলোকে বিয়ে কর্ত্তে রাজী হয়েছিস।

আমিনা। সে কি! কে বল্লে?

হামিদ
ফতিমা } কেন, ম্যানুয়েলো।

আমিনা। ওঃ! কি মিথ্যাবাদী! না বাবা, এ মিথ্যা কথা বলেছে। আমি একে কক্‌খনো বিয়ে কর্ত্তে রাজী হ'ব না। তার চেয়ে বরং আমি আমাদের ঝাড়ুদারকে বিয়ে করব,—আমি একে এত ঘৃণা করি।

ম্যানুয়েলো। অহো, এমন প্রেম কেউ কখনো দেখেছ গা?

আমিনা। প্রেম না তোমার মাথা। বাবা, এই কাপুরুষটাকে তুমি এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে পার না?—আমায় জ্বালাতন করে মার্লে।

ফতিমা। তাইত ম্যানুয়েলো, এ সব গুরুতর বিষয় নিয়ে ত রহস্য চলে না।

ম্যানুয়েলো। রহস্য আর কৈ কর্ল্লুম? আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, আমাদের মধ্যে ঝগড়া সুরু হয়েছে। প্রেম নইলে কখনো ঝগড়া হয়?—বিশেষ এ রকম ঝগড়া? এ সব শরৎকালের মেঘ,—এই আছে এই নাই।

হামিদ। হাঃ—হাঃ—হাঃ!—ম্যানুয়েলো ঠিক বলেছে, এ প্রেমের ঝগড়া। আমাদের ও এ রকম ঝগড়া ঘণ্টায় একশ তিনবার হ'ত। ও কিছু নয়।

(দরবেশের প্রবেশ)

দরবেশ। (সেলাম করিয়া) হাঃ!—

হামিদ। কি দরবেশ, এমন অসময়ে যে?

দরবেশ। আজ্ঞে একটু প্রয়োজন আছে।

হামিদ। কি?

দরবেশ। সেনাপতি আসাদ পাশা, কাপ্তেন ম্যানুয়েলোর সঙ্গে দ্বৈত যুদ্ধের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন। কাপ্তেন ম্যানুয়েলো তাঁর নিকট পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমা না চাইলে তিনি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না।

ম্যানুয়েলো। কি! যুদ্ধ?—আমার সঙ্গে?—এখুনি, এই মুহুর্ত্তে। (অসি নিষ্কাসন)—এসো, আমি তোমার কান কেটে দেব।

দরবেশ। আহা, আমার সঙ্গে নয়। মেজর আসাদ পাশার সঙ্গে।

ম্যানুয়েলো। ওঃ, বটে? তুমি তাঁকে গিয়ে বল—আমি যুদ্ধ কর্ত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

দরবেশ। কি!—সত্য নাকি? তিনি কিন্তু এ'টা প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তুমি যুদ্ধের নামেই ভয় পাবে।

ম্যানুয়েলো। তাঁর দুর্ভাগ্য।

দরবেশ। হাঃ!—

ম্যানুয়েলো। দেখ দরবেশ, তুমি যদি ফের ও রকম বিট্‌কেল আওয়াজ করবে ত আমি তোমায় হাসপাতালে পাঠিয়ে তোমার টন্‌সিল কেটে দেবার ব্যবস্থা করব।

দরবেশ। হাঃ! —(সেলাম করিয়া প্রস্থান)

হামিদ
ফতিমা
আমিনা } তুমি কি সত্যি সত্যি যুদ্ধ করবে নাকি?

ম্যানুয়েলো। আমার বিশ্বাস মেজর সাহেব যুদ্ধ করবেন না।

হামিদ
ফতিমা
আমিনা } যদি করেন।

ম্যানুয়েলো। তবে আমি তার নাক কেটে দেব।

আমিনা। ওঃ, কি বীরপুরুষ!

ম্যানুয়েলো। দেখতেই পাবে।

আমিনা। আমরা দেখতে পাব, কিন্তু দুঃখের বিষয় তুমি আর দেখতে পাবে না, যখন এক কোপে তোমার ওই মুণ্ডটা উড়িয়ে দেবে। কেন মিছে প্রাণ হারাবে বল দেখি? তার চেয়ে এই বেলা পালাও না?—

ম্যানুয়েলো। সুন্দরী, আমি তোমার জন্য প্রাণ দেব।

আমিনা। তোমার ওই একরত্তি প্রাণে আমার কোন প্রয়োজন নাই।

ম্যানুয়েলো। বেশ, তবে আমি আমার নিজের জন্যই প্রাণ দেব।

আমিনা। বাবা, তুমি কি এইখানে একটা রক্তারক্তি হ'তে দেবে নাকি?

হামিদ। আমি সৈনিক হ'য়ে কি করে এ কার্য্যে বাধা দি'? দিতেম, যদি এখন সন্ধির প্রস্তাব না চলত।

আমিনা। নানী,—

ফতিমা। কি করব বল্, প্রাণের চেয়ে মান বড়।

হামিদ। আমিনা, তোর কোন ভয় নাই। তোর যদি ভয় হয় ত আমার কাছে এসে বোস্।

(আসাদ পাশার প্রবেশ।)

আসাদ। কৈ, সে কাপুরুষ কোথায় লুকিয়ে আছে?

আমিনা। ভয় নাই, সে তোমার ভয়ে লুকিয়ে নাই।

আসাদ। বটে? বটে? শুনে সুখী হ'লেম।

ম্যানুয়েলো। সুখী হয়েছেন? ভয় কি?—এখুনি দুঃখিত হবেন।

(দুইখানি তরবারি লইয়া দরবেশের প্রবেশ)

দরবেশ। (ম্যানুয়েলোর নিকট গিয়া)—হাঃ!—

ম্যানুয়েলো। ফের?—দেখ, আমি তোমায় এই শেষ বার বারণ কর্চ্ছি, আবার ও রকম কর্লে আমি তোমায় নিশ্চয়ই হাঁসপাতালে পাঠাব।

দরবেশ। একখানি বেছে নিন। (ম্যানুয়েলো একখানি তরবারি

তুলিয়া সজোরে ভুমিতে ঘর্ষণ করিতে লাগিল, আসাদ অপর তরবারি খানি লইয়া ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন) -

আমিনা। বাবা বাবা, তুমি এই সব ব্যাপার অনায়াসে চুপ করে দেখছ? নানী তুমি রক্ষা কর,—তুমি একে যুদ্ধ কর্ত্তে দিও না।

ফতিমা। কা'কে? আসাদকে?

আমিনা। না না, একে। হায় হায়, তুমি কি কিছু বোঝ না?

ফতিমা। তুই ত এই মাত্র বল্লি তুই একে অত্যন্ত ঘৃণা করিস?

আমিনা। আহা তুমি বুঝচ না, ঘৃণা ও করি ভালও বাসি, ভাল ও বাসি ঘৃণা ও করি।

ম্যানুয়েলো। (হামিদের প্রতি) কেমন আমি বলেছিলেম

হামিদ। (ফতিমার প্রতি) কেমন আমি বলেছিলেম—

আসাদ। কি হে, যুদ্ধ করবে, না এই সব রঙ্গ রস করবে?

ম্যানুয়েলো। যুদ্ধ করব না?—নিশ্চয় করব, ভয়ানক করব।

(ম্যানুয়েলোর সজোরে ভূমিতে অসি ঘর্ষণ—
খাদিজার প্রবেশ)

খাদিজা। এ সব কি?—সর্ব্বনাশ! এরা কি একটা মারামারি কাটা-কাটা করবে নাকি?

(আমিনা আর স্থির থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া যাইয়া
ম্যানুয়েলোর হাত ধরিল)

আমিনা। তুমি আমার কথা রাখ, যুদ্ধে বিরত হও।

ম্যানুয়েলো। তোমার কোন ভয় নাই, তুমি শুধু একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখ:—(হাত ধরিয়া একটু দূরে সরাইয়া) এই খানে দাঁড়াও—কাছে এসো না, এক্ষুণি খোঁচা ফোঁচা লেগে যাবে।

খাদিজা। (ছুটিয়া যাইয়া আসাদের হাত ধরিল)—আসাদ, তুমি আমার কথা রাখ, যুদ্ধে বিরত হও।

আসাদ। আমি ম'লে তোমার কি খাদিজা?

খাদিজা। তুমি কি জান না?

আসাদ। তবে কাল আমায় তোমার কিছু বলবার ছিল—কেন বল্লে না?

খাদিজা। হাঁ, বলবার ছিল। কিন্তু তখন তা বুঝতে পারিনি।

ম্যানুয়েলো। মেজর সাহেব, যুদ্ধ করুন, আমার হাত নিস্ পিস্ কচ্ছে

আসাদ। আমি যুদ্ধ করব না।

ম্যানুয়েলো। কেন?

আসাদ। আমি কখনো—

ম্যানুয়েলো। কি? যুদ্ধ করেন না? কেন? ওরূপ করা কি আপনি কাপুরুষতা মনে করেন নাকি?

আসাদ। তা নয়, আমি কখনো নারীর অনুরোধ উপেক্ষা করি না, ওরূপ করা আমি কাপুরুষতা মনে করি।

ম্যানুয়েলো। আমি আপনার কৈফিয়ৎ মঞ্জুর কর্লেম।

দরবেশ। হাঃ!—জিতারহ।

আমিনা। (ম্যানুয়েলোর প্রতি)—তুমি আমায় অবাক্ কর্লে। আমি এখনো বুঝতে পাচ্ছি না, তুমি,—সেই তুমি,—কি করে অনায়াসে এমন একটা দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হ'লে?

ম্যানুয়েলো। আমিনা, সে আমি আর নাই। তুমি জাননা, তুমি আমায় নূতন করে গড়েছ। তুমি আমায় কাপুরুষ বলে জেনেছ, তা'তে আমার প্রাণে শেল বিঁধে আছে। তাই আমি বুল্গারদের ছেড়ে তোমাদের সৈন্যদলে ঢুকেছি,—উদ্দেশ্য তোমায় দেখাব আমি কাপুরুষ নই, আমি মানুষ হয়েছি, আমিও প্রাণ দিতে পারি। আমি আর সে অকর্ম্মণ্য অপদার্থ নই, তুমি আমার পরশমণি আমায় সোনা করে ছেড়ে দিয়েছ। আর আমার আগুনে ভয় কি?

আমিনা। আমার গড়া মানুষ! আমি তোমার। শুধু একটা কথা বুঝিয়ে দাও,— খাদিজা তোমার ছবি দিয়েছিল কেন?

ম্যানুয়েলো। যেমন তুমি দিয়েছিলে তেম্নি, তার বেশী কিছু নয়।

খাদিজা। আসাদ! আমি তোমার, তুমি আমায় গ্রহণ কর।

আসাদ। আমার সৌভাগ্য। (হামিদ ও ফতিমার প্রতি)—জনাব, আমাদের অপরাধ মার্জ্জনা করে আশীর্ব্বাদ করুন।

খাদিজা। চাচাজান, আমরা তোমার সন্তানের মত, আমাদের দোষ নিওনা।

হামিদ। আসাদ, খাদিজা, তোমরা আমিনার কাছে অপরাধী। তার কাছে ক্ষমা চাও।

আমিনা। আমি না চাইতে তোমাদিগকে ক্ষমা কর্লুম। খোদা তোমাদিগকে সুখী করুন।

ম্যানুয়েলো। আমি ও আপনাদের কাউকে জ্বালাতন কর্ত্তে যথাসাধ্য কসুর করি নি। অতএব আপনারা ও আমায় ক্ষমা করুন।

পট পরিবর্ত্তন।—

গীত

রঙ্গিনীগণ।

দুনিয়া সারা এম্নি ধারা বয় প্রেমের তুফান—
তার প্রধান সহায় সুবাস, মলয়, রূপ, হাসি আর গান।
দিল-দরিয়ায় নাইকো লাইট-হাউস কিম্বা বয়া,
প্রাণ থাকে তার যে পায় খোদার দয়া,—
প্রেম-তরঙ্গ-রঙ্গে ভুলে
ভাসতে যে জন চায় অকূলে
ঘূর্ণীপাকে ত্রাহি ডাকে, সাধ ক'রে সে খোয়ায় প্রাণ।
যে উপরে না ভেসে,
ডুব দিয়ে যায় অতল জলে মণিকের দেশে,—
দেখে সিন্ধুতলে ইন্দু হাসে,
সুধার লহর উথলে আসে,
মানিক আসে মানিক পাশে এমনি প্রাণের টান —
সোণার স্বপন মূর্ত্তি ধ'রে দুনিয়া করে হুরীস্থান!

যবনিকা।